ছায়াময়ী-পরিণয়।

(রূপক কাব্য)

শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী

প্রণীত।

"If thy soul is to go on into higher spiritual bless-
ness it must become a *woman*; yes, however manly
ou be among men."—*Newman.*

কলিকাতা

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, ব্রাহ্ম মিসন প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত
দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৮৮৯।

মূল্য ।।০ আট আনা।

ভূমিকা।

দুই বৎসর গত হইল, অতি সহজ ভাষায় লিখিত এক খানি ইংরাজী রূপক কাব্য পড়িতেছিলাম। তাহার মধ্যে একটী গভীর আধ্যাত্মিক উপদেশ আছে; অথচ তাহার ভাষা এরূপ সরল যে বালকেও পড়িতে ও বুঝিতে পারে। তখন মনে হইল, সহজ ভাষায় ও সহজ ছন্দে বাঙ্গালাতে এরূপ কোন রূপক কাব্য করা যায় কি না, যাহার ছন্দ ও ভাষা আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের সুখ-পাঠ্য হইবে, অথচ তাহার মধ্যে কোন প্রকার আধ্যাত্মিক তত্ত্ব থাকিবে। তদনুসারে এই গ্রন্থখানি লিখিতে আরম্ভ করি। প্রায় অর্দ্ধেক লিখিয়া ফেলিয়া রাখি। তৎপরে বিদেশযাত্রা ও অন্যান্য কারণে ইহা ফেলিয়াই রাখিয়াছিলাম ও গ্রন্থ খানি শেষ করিবার ইচ্ছা এক প্রকার পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। সম্প্রতি বন্ধুগণের একান্ত অনুরোধ অতিক্রম করিতে অসমর্থ হইয়া, ইহাকে সমাপ্ত করিতে বাধ্য হইলাম। ইহাতে যে রূপক আছে তাহা পাঠ করিলেই সকলের হৃদয়ঙ্গম হইবে; সুতরাং তাহার বর্ণন অনাবশ্যক।

একটী অনুরোধ; গ্রন্থখানি নির্ভুল করিতে পারা গেল না। পরের উল্লিখিত অশুদ্ধ-শোধন অনুসারে গ্রন্থ-খানি অগ্রে সংশোধন করিয়া লইয়া পরে পাঠ করিবেন; তাহা হইলে রসভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না।

২৭এ সেপ্টেম্বর ১৮৮৯
কলিকাতা।

গ্রন্থকার।

সূচীপত্র।

ছায়াময়ী-পরিণয়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আত্ম-নিবেদন।

ছায়াময়ী স্বর্ণলতা বাপ সোহাগী মেয়ে,
রূপের প্রভায় উঠলো ফুটে যৌবনে পা দিয়ে।
নধর নধর বাহু দুটী; আঙ্গুল চাঁপার কলি;
হাতের পাতায় দুধ আলতায় রাখিয়াছে গুলি;
মাড়ায় কি না মাড়ায় মাটী কোমল দুটী পা;
নখের আগায় মাণিক জ্বলে, উছ্‌লে পড়ে ভা;
হাসি রাশি সদাই ফোটে বিম্বাধরের পাশে;
চলে গেলে ছড়ায় হাসি প্রাণের তিমির নাশে।

বাপ সোহাগী ছায়াময়ী ভাবনা কি জানে,
যা চায় তা পায়, যতন করি দশ জনে আনে।
খেয়ে দেয়ে দিয়ে থুয়ে থাকে মনের সুখে ;
দুখের রেখা যায় না দেখা একটীও চাঁদ মুখে।
সোণার পুতুল ছায়াময়ী যদি কভু ছোটে,
নাকের আগায় কপাল কোণে স্বেদের কণা ফোটে ;
কচি কচি ফুলের দলে নবীন শিশির কণা
দেখায় যেমন, দেখি তেমন সে মুখের তুলনা ;
অমনি কত সহচরী ফুলের পাখা হাতে,
ধেয়ে এসে বাতাস করে সে চাঁদ বয়ানেতে।
নিত্য নূতন আহার যোগায়, নিত্য নূতন বেশ,
নূতন আমোদ, নূতন খেলা, বর্ণিতে অশেষ।
বাপ সোহাগী বাপের কোলে এই রূপে বাড়ে ;
বাবা—বাবা—সদা হেদায়, ক্ষণেক না ছাড়ে।
বৃদ্ধ ধনী, "বিষয়" নাম তার, ধরাতে বসে ;
ধনে রত্নে সোণার পুতুল পালে হরষে।
শিশু হতে এ জগতে মা খেকো মেয়ে,
আপনা কৃরে পালে তারে কুড়ায়ে পেয়ে।

আপন বলতে সে বুড়ার আর নাহি সংসারে,
প্রাণ ঢেলেছে সেই মেয়েতে পাইয়ে তারে।
সে যা করে মিষ্টি বুড়ার, মিষ্টি তার হাসি,
মিষ্টি খায়, মিষ্টি ঘুমায়, মিষ্টি সুভাষী।
বুকে পুরে পালে তারে, কি ভালই বাসে ;
খেতে শুতে সঙ্গে সাথে সদা রয় পাশে।
আদর পেয়ে আদুরে সে গলাতে দোলে ;
কতই সোহাগ করে বুড়ায় বসিয়ে কোলে।
বৃদ্ধ ধনী তারে ফেলে নড়্‌তে না পারে ;
গলার হার গলায় গাঁথা ফেলে কি করে ?
কাজের ঘোরে ফির্‌তে ঘরে যে দিন দেরী হয়,
দেখে আসি আদরিণীর নয়ন-ধারা বয়।
কোলে টানি সে মুখ খানি চুমের উপর চুম ;
তবে মেয়ের মন্‌টা খোলে, কাটে মানের ধূম্‌।
এমনি করে ছায়াময়ীর বাল্য-দশা কাটে ;
যৌবনে সে উঠ্‌লো ফুটে রূপে যেন ফাটে।
ফুলের বনে ফুল-কুমারী বেড়ায় সে খেলে,
সাজি ভরে যতন করে কতই ফুল তোলে।

ফুলের ডালা, ফুলের মালা, কাণে ফুলের দুল,
সোণার হাতে ফুলের বালা, খোঁপা-ভরা ফুল।
ফুল বাগানে বাপের সনে কতই লুকাচুরি,
বাপের গলায় মালা দোলায় কিবা সোহাগ ভরি!
যৌবনে তার রূপ ফুটেছে, মনতো ফোটে নাই,
ছেলের মত বাপের সনে কতই খেলা তাই।
রাত্রিকালে বাপের কোলে কচি মেয়ের মত,
ছায়াময়ী মা আমাদের নিদ্রা যায় কত।
শাদা প্রাণে কালির রেখা পড়েনি কখন;
সুখের ঘুম সে তাইত ছায়ার সুখের সে স্বপন।
কন্যা লয়ে সুখী হয়ে ঘুমায় বুড়া ধনী,
দেখে রেতে কিরূপেতে ঘুমায় সে বাছনি।
এই রূপেতে বাপ ঝিয়েতে দিনটা সুখে যায়,
রূপের ঢেউ খেলছে যেন ছায়াময়ীর গায়!
ক্রমে বয়স হলো দ্বি-দশ ছায়ার সে প্রাণে
কি ভাব এলো, কি দেখিল হায় রে কোনখানে!
এত হাসি এত খুসি এতই ছুটাছুটী,
বাপের সনে ফুল বাগানে এতই লুঠালুটী,

ক্রমে ক্রমে দেখি সে সব কেমন কেমন হয় ;
আর না ছোটে আর না লোঠে সদাই একা রয় ;
খেলা ধুলা ছাড়লো ক্রমে একলা যায় বনে ;
কভু ঘরে নিরুত্তরে কি ভাবে মনে ;
আহার বিহার ছায়াময়ী ভাল না বাসে ;
পিতা এলে হাসি মুখে ছুটে না আসে ;
গভীর গভীর ভাব যেন তার, সখীরা ভয় পায় ;
দূরে দূরে সদাই ফিরে পুছিতে ডরায়।
মেয়ের দশা দেখে ধনীর লাগে মহা ভয় ;
কি দেখিল কি শুনিল কেন এমন হয় ;
সহচরী যতেক জনা সবায় জিজ্ঞাসে ;
কেউ না জানে আঁচাআঁচি কতই উদ্দেশে।
ভাবে ধনী সহর ছেড়ে বনেতে থাকি,
পুরুষ হতে দূরে দূরে যতনে রাখি ;
এ উদ্যানে আসবে কেবা তাত সহজ নয়,
বিজন বনে কাহার সনে ঘটবে বা প্রণয় ;
মেয়ে কেন এমন হলো ! আমার সোণার লতা
শুকায় কেন ? ছায়াময়ী কয় না কেন কথা ?

ওইত আমার এ সংসারে বুক জুড়ান ধন,
প্রাণের আঁধার ঘুচায় আমার নয়নের অঞ্জন।
ওরি তরে যতন করে সাজয়েছি এ বন ;
ওরি তরে ইন্দ্রপুরী করেছি ভবন ;
ওরি তরে দাস দাসী মোর দশ দিকে ছোটে ;
ওরি তরে বাগান ভরে এত ফুল ফোটে ;
ওরি তরে দামী দামী কাপড়ে ঘর পোরা ;
ওরি তরে সোণা দানা মুকুতা জহরা ;
প্রাণের গোলাপ শুকায় আমার কি জানি কোন তাপে,
ছুটে এসে পড়তো বুকে দেখলে সে বাপে।
সে ছোটা তার কোথায় গেল লুকুয়ে রয় কেন ?
ঘুমের ঘোরে "যাই" বলে কার ডাক শোনে হেন ?
কোলে টানি মুখে চুমি দেখি নয়ন-বারি,
জিজ্ঞাসিলে কয় না কথা এত বিপদ ভারি।
সকল গেছে ওইত আছে সংসারের আলো,
ও নিবিলে ডুব্‌বো জলে সেই মরণ ভালো।
মুখে আঁধার দেখলে যে তার গৃহে শশ্মান বাসি,
জান্‌লে কি তা এমন করে কাঁদায় সর্ব্বনাশী।

এইরূপে দিন কষ্টে কাটে একদিন তায় ধরি,
নির্জ্জনেতে শুধায় ধনী কোলেতে পুরি।
ছায়াময়ী মা আমার তুই একি রে হলি ?
খেলা ধুলা হাসি খুসি গেলি কি ভুলি ?
সব দুঃখু মা ভুলে গিছি তো'ধনে পেয়ে,
আঁধার ঘরের একলা মাণিক সোণার চাঁদ মেয়ে।
তুই কেন মা এমন হলি ? বিষ হলো সংসার ;
তোর মুখে মা আঁধার দেখে সব দেখি আঁধার।
শুনতে শুনতে উঠলো কেঁদে, কাঁদে সে ফুলে ;
নয়ন-বারি মুছায় ধনী কোলেতে তুলে।
বল মা আমায় মনের কথা সব দুঃখু যাবে,
আমার মত বন্ধু তুমি কোথায় বা পাবে।
বলে,—"বাবা বিষয় বিভব ভাল না লাগে,
উদাস উদাস পরাণ আমার কোন খানে ভাগে।
বিষের মত আহার বিহার বিষ দেখি এ ঘর ;
ইচ্ছা করে অন্ধকারে থাকি নিরন্তর।
কোলে কোরে মানুষ মোরে করলে কি আশে ?
মন কেন আর বাবা তোমার থাকে না পাশে ?

একদিন রেতে ঘোর ঘুমেতে আছি অচেতন,
মোহন স্বরে ডাক্‌লে মোরে নাম ধরে কোন জন
"ছায়াময়ি! ছায়াময়ি!"—শুনিলাম ধ্বনি;
ধড়মড়িয়ে সজাগ হয়ে বস্‌লাম তখনি।
"ছায়াময়ি! ছায়াময়ি!" আবার শুনি রা,
গবাক্ষেতে মুখ দিয়ে চাই কিছুই দেখি না;
ভাব্‌ছি বসে ডাক্‌লো এ সে কে গভীর রেতে,
"ছায়াময়ি! ছায়াময়ি!" আবার ধ্বনিতে;
ভাবি তোমায় ডেকে তুলি, আবার চাই শুনি,
কিছু পরে পুকুর পারে সঙ্গীতের ধ্বনি;
কি গাইল কি শুনাল প্রাণ নিল কোথায়!
ডুবে তাতে আর ডাকিতে ভুলিনু তোমায়।
"ছায়াময়ি ছাড় মায়া"—গানেতে বলে,
প্রাণটা আমার কেমন হলো ডুবলো অতলে।
কোন মায়াতে বাঁধা আছি, ভাব্‌তেছি বসে,
"আয় স্বজনি"—মধুর ধ্বনি কাণেতে পশে।
গানের স্বরে পাগল করে, তরঙ্গ উঠে;
ইচ্ছা করে ফেলে ঘরে পালাইগো ছুটে।

আত্ম-নিবেদন।

উঠি, বসি, দাঁড়াই, দেখি, রাত নাহি কাটে,
কে ডাকিল কে ডাকিল পরাণটা ফাটে।
বল্‌তে তোমায় ইচ্ছা না হয়, চাই পুন শুনি,
কাণটা পেতে সে রেতেতে সময়টা গুণি।
সময় গেল, রাত পোহাল, কোকিলের সাড়া,
প্রাণ-সাগরে তুফান আমার সেই তোলাপাড়া।
একবার ভাবি তোমায় ডাকি,আবার ভাবি না,
দেখ্‌তে হবে কে ডেকেছে বল্‌লে হবে না।
লুকয়ে রেখে মনের কথা, আগেকার মত
ভাবি হাসি খেলি বেড়াই ছুটি নিয়ত।
কিন্তু কি যে মধুর ডাক্ ঢুক্‌লো দুকাণে,
যেথায় থাকি সেই ধ্বনি রয় জড়ায়ে প্রাণে।
মন যেন সেই ভাবে ডোবে, প্রাণ যেন তন্ময় ;
চক্ষু ভাসে উপর উপর পরাণ কোথায় রয়।
এই রূপেতে বেড়াই একা, আবার কে জানে,
ছায়াময়ি ! ছায়াময়ি ! ডাকে কোন্ খানে।
চম্‌কে তাকাই, কিছুই না পাই, ভাবি দাঁড়ায়ে ;
ছায়াময়ি ! ছায়াময়ি ! ডাকে লুকায়ে।

পশ্চাতে চাই, পিছে ডাকে; মুখ ফিরি আবার,
ছায়াময়ি! ছায়াময়ি! পিছে পুনর্ব্বার!
এরূপে রোজ একলা পেলে ডাকে নাম ধরে;
খুঁজি যদি পাই না দেখা মরি ফাঁপরে।
তুদিন গেল, দশদিন গেল, একদিন বিজনে
ভাবছি বসে, "ছায়াময়ি!" শুনলাম শ্রবণে;
ফেল্‌লাম কেঁদে, বল্‌লাম,—ডাক কে তুমি বার বার;
পাগল করে দেওনা দেখা একি ব্যবহার?
প্রাণ উতলা যে ডাক শুনে সেত প্রেমের ডাক,
প্রেমে ডাকো, লুকয়ে থাকো, এ যে ঘোর বিপাক।
"ছায়াময়ি ছাড় মায়া" বললে বা কেনে?
কে তুমি হও, কি তুমি চাও, আছ কোন খানে?
আমি নারী, ধর্‌তে নারি, বেড়াই উদ্দেশে,
শরীর টুটে হৃদয় ফাটে এই মনের ক্লেশে।
এত বলে যেই আঁচলে মুছিনু বারি,
অমনি বাবা অপরূপ এক জ্যোতি নেহারি।
কোটী তপন কোটী শশী মিলে সেই খানে,
উঠ্‌লো জ্বলে, ছুটলো প্রভা যেন গগণে!

এত উজ্জ্বল, তবু কোমল, একি অপরূপ,
জগত আলো, প্রাণ জুড়ালো কি কব স্বরূপ।
অবাক হয়ে দেখলাম চেয়ে, উঠি শিহরে ;
জ্যোতির কণা লেগে যেন চেতনা হরে।
তার মাঝে কি দেখলাম বাবা—বলতে না পারে,
বল মা ভেঙ্গে, বল মা ভেঙ্গে, বাপ সুধায় তারে ;
জ্যোতির মাঝে পুরুষ-রতন কি এক নিরখি ;
নইতে নারি বিমল জ্যোতি মুদিলাম আঁখি।
'ছায়াময়ি ছাড় মায়া'—শুনিনু কাণে ;
বর্ণে বর্ণে ভাবের ঢেউ তুললো পরাণে।
চেয়ে দেখি, আর দেখা নাই, কাঁদিয়ে মরি,
যদি ডাকে যদি ডাকে ভাবিয়ে ফিরি।
ছোট বড় গাছের তলায় দাঁড়ায়ে ভাবি;
মন বলে ওই বনে আছে খোঁজনালো পাবি ;
আবার খুঁজি, খুঁজি কাঁদি, পাগলের পারা,
নিশীথ কালে একলা ফেলি নয়নের ধারা।
আর দেখা নাই, আর না শুনি সেই মধুর ধ্বনি ;
হেথায় সেথায় কাণ পেতে রই দিবস রজনী।

বিরস লাগে বিষয় বিভব, বিরস ঘরের সুখ ;
লাজে মরি বলতে নারি বিরস তোমার মুখ।
তোমার কোলে মানুষ হলাম,আর কাকে জানি,
তোমা হতে ছুটে পলায় এ পাপ পরাণি।
হৃদয় হতে চাই ভাবনা ফেলি উপাড়ে,
তাড়াতে চাই, হারিয়া যাই, ক্ষণেক না ছাড়ে।
শরীর তোমার সেবায় রাখি, মন থাকে উদাস ;
মুখে হাতে আহার করে, প্রাণ করে উপাস।
তোমার পাশে জেগে ঘুমাই, মন করে তোল পাড় ;
পাগল পারা ছাতে বেড়াই, যাই পুকুরের পাড়।
একবার ভাবি ছুটে পলাই দুচোক যেথায় যায় ;
আবার ভাবি জলে ডুবি ঘুচুক তোমার দায়।
আগুণের তীর মাথায় ছোটে, ভেঙ্গে কব কি,
চিন্তার ভিতর চিন্তা জড়ায়, কত কি বকি।
একটা চাপি আরটা উঠে, কত বা সামাল !
মাছের ঝাঁক পালায় যেমন ভাঙ্গিলে জাঙ্গাল।
অবশেষে রাত্রি শেষে এসে শুই পাশে ;
কোন জন সে জন এই শুধু মন, মরি হুতাশে।

কান জন সে জন তার তরে মন কেনই বা কাঁদে,
ধর্য্য ডোরে বাঁধবো ভাবি কেন না বাঁধে ?
ক ডাক শুনলাম্ কিরূপ দেখলাম ভেঙ্গে কই কারে ?
ড়ে বেড়ায় মন পাখী, না বসে সংসারে।
কান জন সে জন, এই কথা মন সদাই জিজ্ঞাসে ;
ায়না খুঁজে আকাশ পাতাল ফেরে না বাসে।
সই সে ভাবে পরাণ ডোবে, বারণ না মানে,
সই ডাক শুনি, সেইরূপ দেখি, থাকি যে খানে।
লি পথে সাথে সাথে কে যেন আসে ;
ফিরিয়ে চাই, কেউ কোথা নাই, কাঁপি তরাসে।
মন করে আমায় বাবা ডাক্‌লো কোন জনা,
দয়ে দেখা লুকয়ে কেন করে ছলনা ?
াচাতে চাও যদি আমায় দেখাও সে জনে ;
দখলে পরে সুধাই তারে ডাক্‌লো সে কেনে ?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বিস্মৃতি।

পরাণ খুলিয়া বাপের গোচরে
বলিয়া থামিল ছায়া।
দুটী চোক জলে থই থই করে
সে জলে তিতিল কায়া।

চাঁদ মুখ দিয়া বয়ে বয়ে যায়
দর দর আঁখি জল;
আঁচলে মুছিছে আবার যোগায়
ধারা বহে অবিরল।

শুনি ধনী-বর না দেয় উত্তর
কি ভাবে নোয়াঁয়ে মাথা;
মাটীতে অঁাকর কাটে নিরন্তর
কয়না একটী কথা।

মনে ভাবে ধনী বিষম নেশায়
মেয়েটা পড়েছে দেখি !
করি কি কৌশল ভুলাই উহারে
কিরূপে বুঝায়ে রাখি ?

যদি করি রোষ বিষম ঘটিবে
কি জানি মরে বা প্রাণে ;
বাধা দিলে প্রেম উছলিয়া ধায়,
কভু না বারণ মানে।

যদি বলি বনে ফেরে দৈত্য দানা
দেখেছ সহসা তাই,
ভুলিবে না তাতে ওই চিন্তা মনে
জাগিবে তবু সদাই।

কেবা হেন করে দেখা দিল আসি
তাওত বুঝিতে নারি ;
যক্ষ কি অপ্সর নর কি অমর
কে করে ঠিকানা তারি।

যে রূপেতে দেখা দিয়েছে শুনিনু
দেব-যোনি মনে লয় ;
তাই যদি হয় এ বড় বালাই
কোথাবা খুঁজিব তায়।

ভয়ে ভয়ে মেয়ে লুকায়ে পালিনু
কে জানে এমন হবে ;
যে ভয়ে পালাই এসে ধরে তাই
এখন গতি কি তবে ?

সরল মেয়েটা কিছুই জানে না
বুঝে না প্রেমের রীত ;
চায় দেখিবারে কি বলি ইহারে
কিরূপে বুঝাই নীত।

হায় পাগলিনি কি ফাঁদে পড়িলি,
এ ফাঁদ কেমনে খুলি ?
আকাশের চাঁদ ধরে দিতে হবে
একিলো ধরিলি বুলি।

কত আবদার শুনেছি তোমার
এবার ঠেকেছি দায় ;
নাম ধাম যার কিছুই জান না
কিরূপে ধরিব তায়।

আছে এক পথ, পুরিবেলো আশা
বলিয়া ভুলাতে হবে ;
পায় যদি আশা আনন্দে থাকিবে
হয়ত ভুলিয়া যাবে।

দিব দিব বলে আজ কাল করে
কাটে যদি বহু কাল,
ক্ষণিক এ নেশা ঘুচে যেতে পারে
রবে না কোন জঞ্জাল।

যুক্তি আঁটি মনে শেষে হেসে বলে
আমার পাগলী মেয়ে,
ভাবনা কি তোর ঘরে বসে পাবে
কি ধন না পাও চেয়ে ?

কেন তুমি কাঁদ সোণার পুতলি,
আগে মা বলনি কেন ?
ধরিতাম তারে যে জন তোমারে
পাগল করেছে হেন।

কাঁদিলে কি হবে পলায়েত গেছে
এখন খুঁজিতে হবে।
যে কেন সে হয় ধরিব নিশ্চয়
কোথায় লুকায়ে রবে ?

যাবে মোর চর দেশ দেশান্তর
লুকায়ে খুঁজিবে তারা ?
লোক নিশিদিনে এমোর বাগানে,
জাগিয়া দিবে পাহারা।

যদি ভালবাসে তোমার উদ্দেশে,
আবার আসিবে বনে ;
অমনি ধরিব আনি দেখাইব,
শুধিও ডেকেছে কেনে ?

শুনিতে শুনিতে হরষিত চিতে,
আঁখি মুছে আদরিণী ;
বাঁধি বাহু পাশে পিতারে উল্লাসে,
মুখে চুমে পাগলিনী।

সে সোহাগে তাঁর নয়নের ধার,
বৃদ্ধের মুখেতে ঝরে ;
পাকা দাড়ি দিয়া পড়ে গড়াইয়া,
টপ টপ হৃদিপরে।

জানেনাত কেহ কি গভীর স্নেহ,
মেয়েটার প্রতি তার ;
সে যদি সোহাগে ধরে অনুরাগে
উথলে প্রেম-পাথার।

মেঘ কেটে গেল দিক্ প্রকাশিল,
আবার ফুটিল ছায়া ;
হাসে কথাকয়, প্রফুল্লতা-ময়,
আবার সকলে মায়া।

সহচরী সনে আনন্দিত মনে,
হাসে খেলে পুনরায় ;
বসনে ভূষণে অশনে শয়নে,
পুন কত সুখ পায়।
সাবাস বুড়া চতুর-চূড়া পাতলো ভাল জাল,
আশা পেয়ে ভুললো মেয়ে কাটলো কত কাল।
নেশায় ফেলে কাটবে নেশা এই করি সুস্থির,
নূতন চাল চালে বুড়া করি এক ফিকির।
একলা মেয়ে আর রাখে না পুরুষ হতে দূর ;
নিমন্ত্রণে যুবক জনে আনে সেই পুর।
আশে পাশে সেই দেশে যুবক যে ছিল ;
ছায়ার সনে আলাপনে সবায় ডাকিল।
নৃত্য গীতে আমোদেতে কালটা কেটে যায়,
ছায়ার প্রাণে সুখের ঢেউ উঠলো পুনরায়।
পুরুষ পেয়ে হাবা মেয়ে বড়ই সুখী হয় ;
কতই শোনে, কতই শেখে, কতই কথা কয়।
আদর করে বসায় ঘরে, কত কি দেখায় ;
ফুলের কথা পাখীর প্রথা কত কি শুনায়।

বিস্মৃতি।

সরল মেয়ে ছায়াময়ী সরল ভাবেই চায় ;
সরল হাসি, সরল খুসি, সরল সমুদায়।
দুদিন যেবা ঘরে আসে সেইত হয় আপন ;
ঘরের বিষয় সকল শুনায় করে না গোপন।
তাহার সনে যায় বাগানে বেড়ায়ে আসে,
ছাই ভস্ম কি গল্প করে বসি তার পাশে।
এই রূপেতে সেই বনেতে উঠে সুখের রোল ;
সদাই রেতে নৃত্যগীতে মহা গণ্ডগোল !
ছায়ার রূপে প্রেমের কূপে পড়্‌লো কত জন ;
খাওয়া দাওয়া ঘুচে গেল সদাই উচাটন ;
সদাই আসে ছায়ার পাশে যোগায় উপহার ;
ভালবাসার কথা কত বলে অনিবার।
সরল মেয়ে সে পথ দিয়ে কভু না চলে ;
ভালবাসার কথা শুনে সুখে যায় গলে।
উপহারে যতন করে ঘরেতে সাজায় ;
যে জন আসে তারি পাশে সেই সকল দেখায়।
ছায়াময়ী মা আমাদের ছেলের মত মন,
না বোঝে ফাঁদ না দেয় তাতে কখনো চরণ।

যুবার মাঝে একজন ছিল, একদিন বিরলে
ছায়াময়ীর কোমল হৃদয় যাচে কৌশলে।
ছায়ার মনে নূতন চিন্তা ঢুকলো সে কথায় ;
জবাব চায় সে কি জবাব দি ভাবিয়া বেড়ায়।
বুড়ার কৌশল বুড়াই জানে, কথার কথাতে
প্রশংসা তার কতই করে ছায়ার সাক্ষাতে।
যেমন বুড়া তেমনি সখী, তারাও বাতাস দেয় ;
খেতে শুতে দিনে রেতে তারি গুণ গায়।
কেউ বলে কি রূপের ছটা নরের সেরা সেই,
কেউ বলে তার গুণের বুঝি তুলনা আর নেই ;
কেউ বলে কি নরম কথা কি সাধু ব্যভার ;
নারীর পানে মুখটী তুলে চায় না একটী বার ;
কেউ বলে বীর কতই সাহস ভয় সে জানে না,
মান হতে প্রাণ বড় বলে সে জন মানে না।
ছায়ার কাণে রাত্রি দিনে এই রূপে ঢালে,
মনের কথা মনেই থাকে রাখে আড়ালে।
শুনে শুনে তাহার গুণে মনটা মুগ্ধ হয় ,
তার প্রভাবে ছায়া ভাবে এই বুঝি প্রণয়।

কভু ভাবে করবো বিয়ে আবার ভাবে—না ;
এক দণ্ডে মন উথলে উঠে, আবার থাকে না।
বাপে বোঝায় ঘরে নিয়ে দেয় সুখের আশা ;
উপহার সব এনে দেখায় তার ভালবাসা।
কি ফাঁদ পাতলো বোকা মেয়ে তাতো দেখলো না ;
শক্ত জালে ফেলছে তারে তাতো জানলো না।
অনেক দিনতো হয়ে গেল, সে ডাক ভুলেছে ;
জ্যোতির মাঝে পুরুষ-রতন হারিয়ে ফেলেছে।
অনেক দিনের কথা সেযে আরত মনে নাই,
ছায়াময়ী বাপের ফাঁদে পা দিতে যায় তাই।
কিন্তু যে ভাব পরাণে তার সেতো নয় প্রণয় ;
যোগ সাজোসে ঘটায় দেখতে পায় না সে সময়।
হাঁ কথাটা বলতে নারে দুখানা তার মন ;
একবার গড়ে আবার ভাঙ্গে সদাই উচাটন।
চতুর ধনী মুখের জবাব শুনতে আর না চায় ;
বিয়ের মত জিনিষ যত আনছে সমুদায়।
ছায়ার ভাবনা শেষ না হতে ধূমটা লেগেছে ;
"ছায়ার বিয়ে" "ছায়ার বিয়ে" গোলটা উঠেছে।

কি উল্লাসে সবাই ভাসে, সদাই কোলাহল,
বেচা কেনা নেনা দেনা চলেছে কেবল।
সাজায় ভবন, শত শত জন; নানা উপহার,
ভৃত্যগণে দিনে দিনে আন্‌চে ভারে ভার।
ছায়ার কিন্তু সন্দেহটা তবু মেটে নাই;
করি কি না কি করি বিয়ে ভাবছে শুধু তাই।
‘ছায়ার বিয়ে’ ‘ছায়ার বিয়ে’ সবার মুখেতে,
সেই আমোদে সবাই মত্ত ভাসছে সুখেতে।
ছায়ার কিন্তু মনের ধাঁধা ঘুচেও না ঘোচে;
তার পানে আর কেউ না তাকায় কেউ না তায় শোচে।
এই বিয়েটা ডেকে আসে ঘূর্ণীপাক মত;
কাট খানা তায় ছায়াময়ী ঘুরছে নিয়ত।
একবার মনে এমনি লাগে বুঝি যায় দূরে;
আবার দেখি সেই পাকেতে আস্‌তেছে ঘুরে।
ঘোর বিপাকে পাক খেয়ে সে বুঝিবা তলায়;
কোলাহলে বিয়ের তলে বুঝি ডুবে যায়।
পড়লো, পড়লো, পড়লো ফাঁদে নাই বুঝি নিস্তার;
বিয়ের ঝড়ে দেখতে না দেয় চোকে কাণে আর।

মিটবে কি তার মনের ধাঁধা ভাবতে সময় নাই ;
গড়ে পিটে একটা প্রণয় খাড়া করছে তাই।
ভাবছে ছায়া সেই বুঝি তার প্রণয়ের স্বপন ;
সেই বুঝি তার সুখের রাজ্য হচ্চে উদ্ঘাটন ;
কল্পনার রঙ্ চিন্তায় ঢেলে আঁকছে ভবিষ্যত ;
সেই ছবিতে নিজে মজে বাড়ছে মনোরথ।
এমনি ভাবে এক দিন একা বেড়ায় বাগানে ;
শ্রান্ত হয়ে বসলো গিয়ে কুঞ্জ ভবনে ;
একা বসে চিন্তা রসে ডুবিবে যেমন,
চুরি করে নিদ্রা তারে করে অচেতন।
শ্রমের শিশির ছায়ার মুখে কি সুন্দর দেখায় ;
তার উপরে সোহাগ-ভরে মলয় বয়ে যায় ;
সোহাগ-ভরে দোলে লতা পেয়ে মলয়ে ;
টুপুস্, টপুস্ কুসুম বৃষ্টি ছায়ার হৃদয়ে।
নির্ভয়ে গায় বনের পাখী বসি তার পাশে ;
ছায়াময়ীর আঁচল মৃদু কাঁপে বাতাসে।
ঢলে ঢলে গাছ আড়ালে রবি অস্ত যান ;
গাছের আগায় রোদ উঠেছে বেলা অবসান।

গাছের পাতায় ঘুম পড়েছে, তারা দেয় কপাট ;
পাখীর ঝাঁক ফিরছে ঘরে ছাড়িয়ে মাঠ ঘাট ;
সুদূরে গায় গরুর রাখাল ; উঠছে গোধূলি ;
আঁধার এসে ধরায় গ্রাসে চোখে দেয় ঠুলি।
নির্ঝরের ঘুম ঘুমায় ছায়া একাকী মেয়ে ;
হঠাৎ দেখ উঠলো জেগে কার পরশ পেয়ে।
কার পরশ সে ? কি করেছে ? এমনি বোধ হলো
কে যেন হাত দিয়ে শিরে তারে চুম্বিল।
চেয়ে দেখে বাহির হয় কে কুঞ্জবন হতে,
ফিরে না চায়, চলিয়ে যায়, বাহিরের পথে।
চলে ছুটে, আঁচল লুঠে, চায় ডাকিবারে,
অমনি সেই মোহন জ্যোতি ঘেরলো তাহারে ;
অমনি সেই পুরুষ রতন জ্যোতিতে প্রকাশ ;
দিক উজলে রূপের প্রভায় পূরিল আকাশ ;
অমনি জ্ঞান হারা হয়ে ধরণী পরে,
পড়লো বালা, প্রাণ উতলা, ভাঙ্গিতে নারে।
সংজ্ঞা হলে বনস্থলে শুনে সে ধ্বনি ;—
"বিষম ফাঁদে পা দিতে যাও দেখ স্বজনি" ;

ছায়া বলে ঃ—"দেওহে দেখা পুরুষ-রতন !
ভুলে ছিলাম এ অপরাধ কর হে মার্জ্জন।
কে তুমি হও ? কি তুমি চাও ? কেন দেও দেখা ?
কাঁদায়ে আমায় আবার লুকাও কেন হে সখা ?
নাই পরিচয় সখা তোমায় তথাপি বলি ;
মধুর ভাষে ডেকে আমায় কোথা যাও চলি ?
কেউ আমারে এমন করে ডাকে নাই কখন ;
কেউ আমারে এমন করে দেয়নি দরশন।
কি দেখালে অপরূপ রূপ পরাণ মোহিলে ;
ছিলাম ভুলে এ পাপ ভালে কেন চুম্বিলে ?
আর সে ফাঁদে দিব না পা চাও ক্ষমা করে ;
কি তুমি চাও বল আমায় যাচি কাতরে।"
থামলো ধনী ;—উঠলো ধ্বনি বনের আড়ালে ঃ—
"আর কিছু নাই তোমারে চাই শুন সরলে !
আনন্দধাম আমার নগর তথায় তোমারে
রাখবো লয়ে ছায়াময়ি প্রাণের আগারে।"
থামলো ধ্বনি, বলে ধনী—"কেন চাও মোরে ?
কি আছে কাজ আমায় লয়ে তোমার নগরে ?

কেমন সে ধাম, কিরূপ সে লোক, কোথায় রাখিবে
দেখবার আশে পিতার পাশে আসতে কি দিবে ?”
আর জবাব নাই; দেখিতে পাই আর না সে আলো
প্রাণে ছায়ার পশে আঁধার রজনী এলো।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বিচ্ছেদ।

ছায়ার আজ প্রাণ ফেটে যায় ;
সোণার অঙ্গ ধুলাতে লোটায়।
হারায়ে পুরুষ-মণি আঁধার দেখিছে ধনী,
ভূমে পড়ে করে হায় হায় ;
আলু থালু পাগলিনী প্রায়।

কাঁদে আজ কে তায় নিবারে,
মুছে তার নয়ন-আসারে ?
ছিঁড়িছে মাথার কেশ, খুলিয়া ফেলিছে বেশ,
কত নিন্দা করে আপনারে,
বলে পেয়ে হারানু সখারে।

ডেকে বলে লুকালে কোথায় ?
সখা দেখা দেও হে আমায় ;
সহে না এ অন্ধকার শূন্য দেখি ত্রিসংসার,
অনুতাপে প্রাণ পুড়ে যায় ;
দেখা দাও ধরি দুটী পায়।

"ছায়া !" বলে মধুর বচনে
ডাক সখা শুনি হে শ্রবণে ;
এবার দেখিতে পেলে, এ সম্পদ পায়ে ঠেলে,
ছুটে গিয়ে পড়িব চরণে,
বিকাইব জীবন যৌবনে।

হায় আমি বড় পাপীয়সী,
হইলাম কি সুখ-প্রয়াসী !
ছার সুখ, ছার ধন, দাস দাসী পরিজন,
সার মাত্র সেই প্রেমশশী,
উঠে যাহা পড়িল রে খসি।

আছ কিহে গাছের আড়ালে,
কাঁদি কিনা দেখিতে কৌশলে ?
যদি এত ভাল বাস, কেন না ছুটিয়া এস ?
ছায়মায়ী ভাসে অশ্রুজলে ;
দেখে সখা কিরূপে লুকালে ?

সখা তুমি চেয়েছ আমারে ;
এস নিজে দিব একেবারে।
শ্রীচরণে দাসী হব সে আনন্দ ধামে রব,
হৃদাসনে বসাব তোমারে ;
রেখ রেখ প্রাণের আগারে।

যাবে যদি কেন দেখা দিলে,
প্রেম ভাষে কেন বা ডাকিলে ?
কেন সেই অপরূপ ভুবন মোহন রূপ
ক্ষণ মাত্র আসি দেখাইলে ?
দেখাইয়া আকুল করিলে ?

বুঝিয়াছি তুমি হে আমার ;
আমি সখা আমিও তোমার ;
এই দেহ, এই মন, এ জীবন, এ যৌবন
আয়োজন তোমারি পূজার;
তবে কেন দূরে এ প্রকার !

দেখা দাও বিচ্ছেদ-আঁধারে
রাখিওনা ফেলিয়ে আমারে।
মনের আঁধার নাশি আবার প্রকাশ আসি
প্রাণ পূরে দেখি হে তোমারে
ডুবি সেই সৌন্দর্য্য পাথারে।

মাতৃহীন আশ্রয়-বিহীন,
অনুতাপে আমি হে মলিন;
পড়ে কাঁদি ধরাতলে, ছাড়িয়া যাবে কি বলে
নও তুমি এমন কঠিন;
অবলার প্রতি কৃপাহীন।

ভালবাস, মধুর সম্ভাষে
হেন ডাক নতুবা কি আসে ?
যন তার প্রতিধ্বনি এখনো পরাণে শুনি,
সেই ধ্বনি বিশ্বময় ভাসে ;
শুনে প্রাণ ডুবে নিরাশ্বাসে।

সখা তুমি চাও হে আমারে,
একি ভাগ্য বলি তাহা কারে ?
আগে কেন না বুঝিনু, প্রাণ কেন না সঁপিনু,
কেন প্রশ্ন করিনু তোমারে ;
ভাগ্য ভেঙ্গে গেল একেবারে।

মাপ কর পুরুষ-রতন !
পায়ে পড়ি করি নিবেদন ;
হায়ারে প্রসন্ন হও কৃপা করি ডেকে লও,
লয়ে চল তোমার ভবন ;
খুলে লও এ পাপ-বন্ধন।

প্রেম-শশী হও হে উদয়!
দেখি প্রাণ হোক মধুময়;
এ ঘোর তরঙ্গ তুলে, যেওনা যেওনা ফেলে
এ তরঙ্গে ডুবিব নিশ্চয়;
সহিবেনা, ভাঙ্গিবে হৃদয়।

প্রাণ-সখা লুকালে কোথায়?
কোথা আমি খুঁজিব তোমায়?
সুমন্দ মলয়ানিলে, সহসা কি মিশাইলে
সুবাসিত করিলে তাহায়?
তাই সেকি সুখে বহে যায়?

সখা কিহে খেল লুকাচুরি?
নবপুষ্পে নবীন মাধুরী,
তাহে কি পশিলে তুমি? আমোদিতে বনভূমি
তোমাধনে হৃদয়েতে পুরি
হেলে দোলে কুসুম-সুন্দরী।

জলে স্থলে কোথায় মিশালে ?
এই ছিলে কোথায় লুকালে ?
কাছে কাছে আছ যেন মনে অনুভব হেন,
তবু আছ কিসের আড়ালে ?
আঁখি মোর ঘেরেছে কি জালে ?

স্নিগ্ধ জ্যোতি জ্বলনা আবার,
হৃদয়ের হরি অন্ধকার ;
দীপেতে পতঙ্গ মরে, আমিও তেমনি করে
ঝাঁপ দিয়ে পড়ি একবার,
প্রেমানলে মরি হে তোমার।

আমি নারী আমিহে কুমারী ;
আমি সখা তোমারি তোমারি ;
হৃদয়ের প্রেমাসনে, তোমা বিনা অন্য জনে,
আমি কভু বসাতে কি পারি ?
এসে হও হৃদয়-বিহারী।

তুমি হও হৃদয়-বিহারী ;
আমি তরি, তুমিহে কাণ্ডারী ;
কূল না দেখিতে পাই, বুঝিবা অতলে যাই,
যে তুফান লাগিয়াছে ভারি,
তাহে পড়ে হাবুডুবু করি।

হেন গুণ মোর কিছু নাই ;
যাতে আমি তোমা ধনে পাই ;
ধরা দিলে কৃপা করি তবেত ধরিতে পারি,
এত বলি ভালবাস তাই;
নতুবাত বলিতে ডরাই।

পদাঙ্গুষ্ঠে স্পর্শ তুমি যারে,
সেই ধন্য এ তিন সংসারে,
বড় ভাগ্যবতী আমি আমারে চুম্বিলে তুমি,
ভালবেসে কেন এ প্রকারে।
কাঁদাইছ ফেলিয়া আঁধারে।

হৃদি রাজ্যে রাজা হও আসি ;
সব সঁপে হই তব দাসী।
তব বলে হই বলী, তোমার আদেশে চলি,
প্রেমানন্দে তব সনে ভাসি;
শোক তাপ নিমেষে বিনাশি।

হায়! ছায়া কতই কাঁদিল ;
শূন্যে কথা কত নিবেদিল ;
ডাক কে শুনিবে তার? ঘিরে আসে অন্ধকার ;
সে আঁধার সে শোক গ্রাসিল ;
কথা তার বায়ুতে রহিল।

নীরবিল কুরঙ্গ-নয়না,
ধরা পৃষ্ঠে পড়ি ভগ্ন-মনা ;
গভীর আবেগে প্রাণ ফেটে যায়, হেন জ্ঞান,
চায় রোধে গভীর যাতনা,
দম ফাটে রুধিতে পারে না।

পড়ে কাঁদে; বিদ্যুতাগ্নি মত
ওকি ভাব প্রাণেতে উদিত ?
উঠে বসে ত্বরা করি, সামালে বসন পরি
গৃহে ফিরে যাইতে উদ্যত।
আর অশ্রু না বহে নিয়ত !

একি একি সহসা উন্মাদ
হলো কিরে ! একি পরমাদ !
ঝাড়িছে অঙ্গের ধূলি পুন বাঁধে চুলগুলি
আর মুখে না দেখি বিষাদ;
দেখি তথা নূতন সংবাদ।

যেন কিছু প্রতিজ্ঞা করেছে ;
তাই যেন ধৈরয ধরেছে ;
সেই বলে দৃঢ় হয়ে চলেছে অকুতোভয়ে
যেন লৌহ কবচ পরেছে;
শোক যেন পরাণে মরেছে !

কি দারুণ প্রতিজ্ঞা না জানি ;
যায় কিরে ডুবিবারে ধনী ?
হায় হায় ! সহচরী একা তারে পরিহরি
কোথা গেল ! ওই একাকিনী
বন-মাঝে পশিল কামিনী।

অথবা সে পুরুষ-রতনে
ক্রোধ বুঝি উপজিল মনে ?
করিল প্রতিজ্ঞা তাই আর শোকে কাজ নাই,
দেখেনা যে এতেক রোদনে,
কাজ নাই যাচিয়া সে জনে।

প্রাণ সঁপে যে চাহে আমারে,
এ পরাণ সঁপিব তাহারে ;
হোক বিয়ে বাধা তার দিব না দিব না আর,
যা দেখিনু, স্মৃতি হতে তারে
উপাড়িয়ে ফেলি একেবারে।

অথবা কি ভাবিল রমণী,
ঘোর যবে হইবে রজনী,
প্রকৃতি নিস্তব্ধ হবে, গলে ছুরি দিবে তবে
ছেড়ে যাবে এ পাপ ধরণী?
তাই শোক ছাড়িল কি ধনী?

যাই হোক, প্রতিজ্ঞা কি যেন
করিয়াছে, নতুবা কি হেন,
এত শোক ঝেড়ে ফেলে, সহসা যাইত চলে
ফিরে আর চাহিল না কেন?
কিসে চিত্ত বাঁধিল বা হেন?

জানি নারী কুসুম-কোমলা,
লজ্জাবতী, বলেতে অবলা,
প্রতিজ্ঞাতে দৃঢ় করে বাঁধে যদি আপনারে
নয় নয় আর সে দুর্ব্বলা;
নয় নয় আর সে চঞ্চলা।

ডুবিল না ; পিতার ভবনে
আসি পশে সুপ্রশান্ত মনে ;
কোথা মা ছিলিস্ বলে পিতা তারে ধরে কোলে,
গীত বাদ্য উঠে সেই ক্ষণে ;
সখীগণ গায় হৃষ্ট-মনে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

প্রস্থান।

রাত পোহাল ফরসা হলো খসিছে আঁধার ;
একে একে উঠছে ডেকে পাখী বনের পার ;
ফুর ফুর ফুর বইছে বাতাস কেমন সুশীতল।
টপ্ টপ্ টপ্ ঝরছে গাছে নবীন শিশির জল।
পূর্ব্বাকাশে অরুণ হাসে, কি সুন্দর তার প্রভা!
আগুণ যেন লাগলো কোথা দেখা যায় তার আভা।
কোমল কোমল ধরার মুখটী বড়ই মিষ্টি লাগে ;
শিশির-কণায় মুক্তা কে তায় পরয়েছে সোহাগে।
খসছে আঁধার, নবীন পাতার শিশির-ধোয়া রূপ,
কি মাধুরী বলতে নারি সে কি অপরূপ।
চক্ষু জুড়ায় ঊষার শোভায়, আর গাছের পাতায় ;
কর্ণ জুড়ায় পাখীর ডাকে, শরীর জুড়ায় বায়।

ফুর ফুর ফুর প্রভাত বায়ু গবাক্ষেতে বয় ;
ছায়াময়ীর ঘরের পরদা কাঁপে সমুদয়।
গীত বাদ্যেতে অনেক রেতে শুয়েছে সবাই ;
তাই বুঝি আর সে ঘরে কার সাড়া শব্দ নাই।
ক্রমে বৃদ্ধ উঠলো একা, ভাবে ছায়ার ঘরে
ছায়া ঘুমায়, জাগায় না তায়, সকালের কাজ সারে।
দুএক করি সহচরী নেত্র মিলে চায় ;
ছায়ায় ঘরে ছায়াময়ী দেখতে নাহি পায়।
একি হলো কোথায় গেল ভোরেতে উঠে ;
দেখ দেখি সই বলে সবাই চৌদিকে ছুটে।
দুই দণ্ডেতে খপর এল তত্ত্ব নাইক তার ;
আকাশ ভেঙ্গে বুড়ার ঘাড়ে পড়লো এইবার।
সে কি বলিস্ ? সব দেখেছিস্ ? না না তাকি হয় ;
কোন বাগানে আপন মনে আছে সে নিশ্চয়।
সত্য কথা চাপা থাকে আর বা কতক্ষণ ;
ছায়াময়ীর তত্ত্ব কোথাও পায়না কোন জন।
ওমা ওমা সবাই করে, বিষম হুল স্থুল ;
বুড়োর গেল বুদ্ধি শুদ্ধি সব কাজেতেই ভুল।

কেউবা বলে ডুব্‌লো জলে ; আবার বলে—না,
কি দুঃখে বা ডুববে জলে তাত দেখছি না।
বুড়ার মনে সন্ধ ছিল, সেই যে অনেক দিন,
আলোর মাঝে পুরুষ-রতন কি দেখলো নবীন,
হয়ত মেয়ে চেপে ছিল, বিয়ের আয়োজন
হচ্ছে দেখে সময় বুঝে ত্যজিল জীবন।
আন ডুবরি, আন জেলের জাল, জলেই ডুবেছে ;
এই যেন কার পায়ের নিশান, হেথায় নেবেছে।
এই রূপে হয় তালাস কত, এল ছায়ার বর,
ছায়ার সনে ঘুরতে বনে প্রসন্ন অন্তর।
তারে দেখে ধনীর চোখে সলিল বয়ে যায় ;
ত্রাসে ত্রাসে জিজ্ঞাসে সে কি হলো কোথায় ;
পড়লো বসে, কোথায় যে সে আছে না জানে,
দারুণ বাজ হানলো যেন হঠাৎ পরাণে।
অবশেষে এল খপর দুটী সখী নাই ;
ভিতর বাহির খোঁজা হলো দেখিতে না পাই।
ভাল বাসার সখী দুজন "কামনা" "সাধনা"
বলে উভে ডাকতো ছায়া, নাই সে দুজনা।

়বে বুঝি পালয়ে গেল, ডুববে তিন জনে,
সম্ভব নয়, অতেব নিশ্চয় ছাড়লো ভবনে ;
াই বটে ঠিক, খোঁজা অলীক ত্বরায় পাঠাও চর ;
রায় সোয়ার যাও চারি ধার,খোঁজো গ্রাম নগর।
দখতে দেখতে সকল পথে ছুট্‌লো কত জন।
ায়ার বর বিরস অন্তর ভাবছে এতক্ষণ ;
ন বলে তুই বন্ধু সনে আমি হই বাহির ;
ময়ে বইত নয় তাহারা ধরিব সুস্থির।
ায়ে ঘরে "ধন" "মান" "পদ" বন্ধু তিন জনে,
শ্বোপরে, তাদের তরে ছুটলো গহনে।
হেথায় বৃদ্ধ কাঁদছে বসে শূন্য মন্দিরে;
াকুল হয়ে ভাসছে একা নয়নের নীরে।
সাণার খাঁচার কেনারি তার গেছে উড়িয়ে ;
ন খাঁচা যায় গড়াগড়ি ধূলায় পড়িয়ে।
য ছায়ারে দেখলে পরে ভুলতো সে সংসার,
চাখের আড়াল হলে যেন দেখিত আঁধার ;
নু যেমন পালে শিশু বুকের উপরে,
ালিল সে পরের মেয়ে তেমনি করে,

সে ছায়া আজ কোথায় গেল কাঁদে হুতাশে ;
এক অশ্রু না মুছতে চোখে আর অশ্রু আসে।
সর্ব্বনাশীর খেলা ধূলা এক একটী করে,
ভাবে যত, হৃদয় তত যেন বিদরে।
সরলার সে সরল ভাব, তুলনা যার নাই,
জলে ভেসে, একা বসে, ভাবে শুধু তাই ;
হরিণ জিনি নয়ন দুটী প্রেমে ফুটিত,
বাবা বাবা বলে সঙ্গে কতই ছুটিত,
তার সে হাসি তার সে খেলা আজি পরাণে,
অগ্নিময় লোহার শেল যেন বা হানে।
হায়রে প্রেম তোর এমনি লীলা ! এহেন সময়,
ছায়ার প্রতি বৃদ্ধের ভাব তবু বিরূপ নয়।
এখনো সে আসে যদি, এমনি মনে হয়,
ধরে বুকে মনের সুখে কাঁদিবে নিশ্চয়।
সখী যারা দিশে হারা কাজে না যায় মন ;
কার সনে কেউ কয়না কথা বিষন্ন বদন।
এইরূপ ভাবে সবাই আছে—তিন জনে হেথায়
বিজন পথে দ্রুত পদে ওই দেখ পলায় !

কোথায় যাসগো ছায়াময়ী আদুরে মেয়ে,
কার উদ্দেশে কোন বিদেশে চলেছ ধেয়ে ?
ছুটছে তারা পাগল-পারা, চায় ফিরে ফিরে,
অশ্বারোহী পুরুষ যেন দেখিল দূরে।
ছায়া বলে, ওলো সখি ! এইবার বুঝি যাই ;
পড়লাম ধরা এই আমরা আর যে উপায় নাই।
সাধনা সে বুদ্ধিমতী বলে সাহসে,
ভেবনা সই, নিরাশ ত নই, আমি তরাসে।
তিন জনেতে ওই বনেতে চল গে লুকাই ;
আমরা ছিলাম গাছের আড়ে তারা দেখে নাই।
ঘোড়ার উপর তারা সোয়ার পথে নামবে না ;
কোন বনে কি আছে তাত খুজ্‌তে যাবে না ;
ভয় কি সখি ! যাক্ না তারা শেষে পলাব ;
নিকটের গ্রাম পেলেই কোন ঘরে লুকাব।
যুক্তি করে সাহস ভরে বনে লুকাল ;
ঘোর গহনে সে তিন জনে কোথায় পলাল।
তিন জন সোয়ার হয় আগুসার, তীরের বেগে ধায় ;
ঠিক সম্মুখে কেবল দেখে পাশেতে না চায়।

তাঁরা গেল, ভয় ভাঙ্গিল, সুন্দরী তিন জন
গহন হ'তে আবার পথে করে আগমন।
কিন্তু ছায়ার শক্তি নাই আর, চল্‌তে না পারে;
চল্‌লে দুপা আর পারে না চায় বসিবারে।
জিনি কমল মুখ নিরমল রোদে শুকিয়েছে;
ভাসা ভাসা চোক দুটী তার বসে গিয়েছে।
খানা ডোবা দেখে যেবা পথের দুধারে;
দুহাত ভরি পিয়ে বারি বসি তার পারে।
কয় "কামনা" চল "সাধনা" ঘরে যাই ফিরে,
এমনে পথ চল্‌বি কত লয়ে সখীরে?
সাধনার মন দৃঢ় এমন কাণে নাহি লয়;
বলে কেবল চল হেঁটে চল আর অধিক দূর নয়।
দুই জনেতে ছায়ার হাতে ধরে লয়ে যায়,
এলো ক্রমে চাষার গ্রামে দুপরের সময়।
জুড়ায় শ্রমে সব প্রথমে আমের বাগানে,
ছেড়ে বসন সামান্য বেশ পরে তিন জনে;
ধনীর সাজে গ্রামের মাঝে তারা যদি যায়,
দেখবে সবে গোল উঠিবে জানবে সমুদায়।

তাই তাহারা গরীব-পারা পরিল বসন ;
কৃষীর ঘরে সেই দুপরে করিল গমন।
মিষ্টি কথায় ছায়া ভুলায়, রইলো সে ঘরে ;
ঘর উজলা ঢাক্‌বে বালা সেরূপ কি করে !
বুঝলো কৃষী সে রূপসী সামান্যে ত নয় ;
সোণার শশী পড়লো খসি কুটীরে উদয়।
নরম নরম কথা গুলি কতই ভাল বাসা ;
দুই দিনেতে তার গুণেতে বাঁধা পড়ে চাষা ;
প্রাণ যদি যায় তথাপি তায় রাখ্‌বে নিরাপদ,
ঘরে তাকে লুকয়ে রাখে গণেনা বিপদ।
কৃষক সুজন গরীব সে জন নামেতে "বিনয়,"
গ্রামের ধারে বনের পারে পাতার ঘরে রয়।
গাঁয়ের গোলে কোলাহলে থাকৃতে রুচি নাই ;
সে নির্জ্জনে বিজন বনে ঘর বেঁধেছে তাই।
আপনি আনে, আপনি ভানে, শ্রমেতে সুখ পায় ;
পরের দ্বন্দ্বে পরের ছন্দে কভু সে না যায়।
ভাব্‌বে কি সে পরের ভাবনা আপনা নিরখি
সদাই কুণ্ঠিত, কতই লজ্জিত ঝরে তার আঁখি।

দোষ যদি কেউ দেখায়ে দেয় তাতে রোষে না ;
আপনা সাফাই করিয়ে তার অযশ ঘোষে না ;
মাথাটী তার কাছে সবার সদাই রয় নত ;
অধর্ম্মে সে বড়ই ডরায় সত্যে সে রত ;
নরম নরম কথা গুলি নরম তার চলন ;
অল্প ভাষী সাধু সঙ্গে সদাই আকিঞ্চন ;
কথা রাখে, সবাই তাকে ডাকিয়ে খাটায়,
দশ গাঁয়েতে লোক মুখেতে সুযশ শোনা যায় ;
বলে সবাই এমন লোক নাই বড়ই ধর্ম্ম ভয় ;
শুনে সে রব থাকে নীরব লাজেতে বিনয় ;
মনে ভাবে তার স্বভাবে এমন কিছুই নাই ;
যার গুণেতে দশ জনেতে করে তার বড়াই।
বিনয়ের নাই মস্ত আশা ধনের পিয়াসে,
না জানে সে প্রবঞ্চনা যায় না তার পাশে।
অন্যায়ের পায় গন্ধ যাতে হাত পা উঠে না ;
খেলবে কিসে চাতুরী সে বুদ্ধি যোটে না।
পুরুষ প্রধান সে বলবান হাতে কতই বল,
শ্রমে কাতর নয় তার অন্তর তাতেই পায় সুফল।

তার রোজগারে সে সংসারে কিছুর অভাব নাই ;
দেহ হৃষ্ট হৃদয় তুষ্ট প্রসন্ন সদাই।
পরের গলায় ঝুলতে না চায়, বড়ই মানের ভয় ;
যায় যদি দিন অনাহারে পরে নাহি কয়।
নিজের সম্মান নিজেই রাখে,নাইক হীনতা ;
ক্ষুদ্র-দৃষ্টি, ক্ষুদ্র-আশয় নয় সে দীনতা।
পুরুষ যেমন নারী ও তেমন বিধি গড়িল ;
শ্রদ্ধা নাম তার, তারো ব্যভার পরাণ মোহিল।
শ্রদ্ধা অতি লক্ষ্মী সতী, তার সে মুখেতে ;
কি এক সুন্দর ভাব মনোহর ! তাহার চোখেতে
কি স্নিগ্ধতা ! কি সাধুতা ! শাদা প্রাণটী তার
চাখের ভিতর মুখে উপর ভাস্‌ছে অনিবার।
াকাঁ পথ সে নাহি চেনে, সোজাই সব দেখে ;
মাধখানা প্রাণ কথায় দিয়ে অর্দ্ধেক না রাখে।
ভাল কথায়, রাখে মাথায়, হেলিতে নারে ;
শীভূত অনুগত সাধু পায় যারে।
দুদিন গেল দশ দিন গেল চাষা যেথায় যায়,
আনন্দ-ধাম নগর কোথা সবারে সুধায়।

কেউ জানে না তার বারতা কেউ না দেয় খপর;
দিনের পরে দিন চলে যায় বিষন্ন অন্তর।
সে দুজনে ছায়ার গুণে এমনি বশ হলো;
দিনে রেতে তার সেবাতে পরাণ সঁপিল।
ঘুরে ঘুরে তাহার তরে যোগায় কত ফল;
কি হলে সে ভাল বাসে তাই ভাবে কেবল।
ছায়ার কিন্তু সে দিন গেছে ভাব দেখি নূতন;
ভাল খেতে ভাল শুতে না দেখি তার মন।
মোটা চেলের মোটা ভাত মিষ্টি তার লাগে;
শ্রদ্ধা যা দেয় আদর করে খায় অনুরাগে।
সখী সনে ধরাসনে অঘোরে ঘুমায়;
রাত পোহালে, চোখটী মেলে, প্রাণটী খুলে চায়।
গভীর গভীর নরম নরম কথার নূতন ভাব;
কার প্রভাবে নূতন ভাবে গড়ছে তার স্বভাব।
এই রূপেতে সেই ঘরেতে কতই দিন যে যায়,
আনন্দ-ধাম নগর কোথা তত্ত্ব নাহি পায়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

তীর্থ-যাত্রা।

কিছুকাল পর এল খপর বহু-যোজন-পার,
আনন্দ-ধাম নগর আছে দশ দিকে দশ দ্বার।
কিন্তু পথে ঘোর বিপদে পড়ে অনেক জন,
এই কারণে একলা তথা উচিত নয় গমন।
যুক্তি করি তিন সুন্দরী আবার যেতে চায়;
কৃষক দুজন করে নিবেদন ছায়াময়ীর পায়;—
"তুমিত নও সামান্যে মা বড় ঘরের ঝি,
এই পথেতে তিন মেয়েতে কেমনে যেতে দি?
আমরা যাই মা তোমার সনে পথের ভার বয়ে,
রক্ষে করে সেই নগরে আসিগে দিয়ে।"
ছায়ার বাঁধলো বিষম লেঠা, কিবা জবাব দেয়;
মনে মনে সে দুই জনে কতই সে বাড়ায়।

সখী দুজন হয় হৃষ্ট মন, সঙ্গী যুটিল ;
"যাক না কেনে" ছায়ার কাণে চুপে কহিল।
ছায়া দেয় শেষ অনুমতি, খুসি দুইজনে ;
ঘর দুয়ারের বন্দোবস্ত করে তৎক্ষণে।
পড়সীর করে দিয়ে ঘরে, বাঁধিল কোমর ;
স্ত্রী-পুরুষে মহোল্লাসে হলো অগ্রসর।
মধ্য রেতে পাঁচজনেতে পরে পথিক বেশ ;
থাকতে আঁধার হয়ে যাবে পার ভাবিল সে দেশ।
আগে আগে চলে চাষা গাঁটরীটী মাথায়,
তার পিছনে কামনা সে ধীরে ধীরে যায়,
মধ্যে ছায়া সোণার পুতুল চলে চিন্তিত ;
তার পিছনে যায় সাধনা, নয় সে কুণ্ঠিত ;
সব শেষেতে চলে শ্রদ্ধা পিঠে বোঝা তার,
ছায়ার তরে যতন করে লয়েছে খাবার।
বিনয় শ্রদ্ধা আগে পিছে চলে আগুলে ;
কবি বলে আনন্দ-ধাম এই রূপেই মিলে।
ছায়াময়ী মা আমাদের এ কি হয়েছ ?
ননির পুতুল এতই কষ্ট কেমনে সয়েছ,

কোথায় মা তোর সোণা দানা, কিংখাপের শাড়ী ?
কোথায় মা তোর প্রমোদ কানন, ইন্দ্রালয় বাড়ী ?
কোথায় মা তোর শয়ন ঘরের পালকের গদি ?
কোথায় মা তোর জিনিস পত্র, নাহি অবধি ?
তোর ভালে মা স্বেদের কণা যদি ফুটিত,
দশ দিক হতে দশ জনে যে অমনি ছুটিত,
কোথায় সেই সব সহচরী ? আজ যে শ্রমের ঘাম,
ভিজায় বসন, করে সিঞ্চন শ্রীঅঙ্গ সুঠাম।
বৃদ্ধ পিতা রইল কোথা সোণার চাঁদ মেয়ে ?
শূন্য ঘরে নয়ন ঝরে ভগ্ন হৃদয়ে !
ভাবছ কি তাই ? সে চিন্তা নাই, ভাবছে সে মনে,
জ্যোতির মাঝে পুরুষ রতন মিলবে কেমনে।

এইরূপে পথ চলছে কত তারা আঁধারে,
ধরা নিঝুম, যেন ঘোর ঘুম পড়ে সংসারে।
বাসায় ঘুমায় বনের পাখী, নাই কোন সাড়া ;
পথে ঘুমায় গাছ পালা সব নাই নড়া চড়া ;
বাতাস ঘুমায় ধরার কোলে, না ফেলে নিশ্বাস ;
স্থলের কোলে জল সে ঘুমায়, ভাবলে লাগে ত্রাস ;

আলু থালু ঘুমায় ধরা, খোঁপায় ফোটে ফুল ;
হাজার চোখে আকাশ দেখে সেই শোভা অতুল।
এমনি স্তব্ধ পায়ের শব্দ চলতে যদি হয়,
অমনি শুনি প্রতিধ্বনি জাগে আঁধার-ময়।

ক্রমে তিন পর রাত হলো শেষ, আঁধার খসিছে ;
গাছের পাতায় মৃদু কাঁপায়, পবন শ্বসিছে ;
আর সাত ভাই উপরে নাই, পড়েছে ঢলে ;
ভাঙ্গলো আসর, তারা নিকর ঘরে যায় চলে ;
দূরে দূরে দুই এক করে পাখীর সাড়া পাই ;
জেগে ডাকে ডেকে ঘুমায় আবার সে রব নাই ;
পাখীর ডাক নয়, এমনি বোধ হয়, ধরা সুন্দরী
আধ আধ ঘুম, আধা জাগা, নড়ে পাশ ফিরি ;
অমনি ভূষণ করে শিঞ্জন, তাই মধুর ধ্বনি !
আঁধার বসন করে মোচন উঠছে ধরণী।

রাত প্রভাতে এক গ্রামেতে তারা পৌঁছিল ;
শ্রান্ত দেহে পান্থ-শালে আশ্রয় লইল।
নড়তে ছায়ার, শক্তি নাই আর, কোমল দুটী পা
পথের শ্রমে টাটিয়ে উঠে নড়তে চাহে না।

শ্রমের জলে কোমল দেহ চুপসে গিয়েছে ;
জাগরণে দুই নয়নে, রেখা দিয়েছে।
তবু কিন্তু সে চাঁদ মুখে বিষাদের লেশ নাই ;
সখীরা চায় বাতাস করতে, সে বলে থাক ভাই।
প্রসন্ন ভাব দেখি তাহার সেই আগের মত ;
মিষ্ট ভাষে তুষ্ট সবে করে নিয়ত।
খাওয়া দাওয়া ক্রমে হলো বেলা গড়য়ে যায় ;
দুই এক করে যাত্রি আসি জমিছে তথায়।
দিন দুপরে সন্ন্যাসীর দল এসে জমিল ;
"হর হর" এই রবেতে সে ঘর পূরিল।
গুরু তাদের দীর্ঘাকৃতি, নামে "অহংকার" ;
বিভূতিতে ভূষিত অঙ্গ, মাথায় জটাভার।
পদ্মের পলাশ নয়ন দুটী, আরক্ত নেশায় ;
ঢালে সাজে, সাজে ঢালে, সদাই গাঁজা খায় ;
হাতে চিম্‌টে, গলায় গাঁথা রুদ্রাক্ষ বিশাল ;
গাঁজায় দেয় দম্,বলে ব্যোম্ ব্যোম্ সদা বাজায় গাল।
অভিমানের হাঁড়ি যেন, নরে হেয় জ্ঞান,
জ্ঞানের তত্ত্ব সেই বুঝেছে, আর সবে অজ্ঞান।

পাঁচটী চেলা পাঁচটী অসুর, এমনি বলবান ;
চক্ষু গুলি কুঁচের মত বয়সে জোয়ান ;
বাহু গুলি লোহার গোলা, তাতে মাখা ছাই ;
খেয়ে উদম ধর্ম্মের ষাঁড় সম,কিছুই চিন্তা নাই ;
ধর্ম্মের ধার কেউ ধারেনা, কাজের মধ্যে তিন,
গাঁজা টানে, ভিক্ষা আনে, কুস্তিতে প্রবীণ।
অপভাষায় ছাই কথা কয়, শুনে সরম লাগে ;
আসে পাশে স্ত্রীলোক বসে, মনে তা না জাগে।
কাঁচা মেয়ে ছায়াময়ী কিবা সে জানে,
তাদের ব্যাপার দেখে তরাস লাগে পরাণে।
এরা কি যায় আনন্দ-ধাম এই মনে ভাবে,
কেমন ভবন আনন্দ-ধাম না জানি তবে।
কয় "সাধনা" সই ভেবনা, আমি লই খপর,
যাবে কিনা যাবে এরা সেই সুখের নগর।
খপরেতে গেল জানা সেথায় যাবেনা ;
ঘুরবে কেবল এই ধরাতে কোথাও রবেনা ;
জানে তারা আনন্দ-ধাম বাঁধা তাদের পায়,
সেই গরবে পূর্ণ সবে, ঘুরিয়ে বেড়ায়।

যাত্রীর মাঝে একজন ছিল "লালচ্" তাহার নাম ;
বয়সে তার যুবার আকার শরীরটী সুঠাম।
সে ধরেছে পথিকের বেশ ছেড়েছে ভবন ;
সবার সাথে তীর্থে যেতে বড়ই আকিঞ্চন।
কিন্তু চোক তার কেমন কেমন, নারী কয় জনে,
চোখ দিয়ে পান করে যেন থাকে যেখানে।
পা দিয়েই সে পান্থশালে ছায়ার পানে চায় ;
অমনি চোখ তার নড়েনা আর, সঙ্গেতে বেড়ায়।
সন্ধ্যাকালে কথায় কথায় কাছে সে আসে,
মধুর ভাবে ছায়ার পাশে ঘনায়ে বসে ;
সাধনা সে শক্ত মেয়ে বলে রোষ ভরে ;—
কেউ ডাকে নাই, শুনতে না চাই, যাও তুমি সরে।
তাড়া খেয়ে যায় সরিয়ে, বলে,—"এই প্রচার
আনন্দ-ধাম সুখের রাজ্য বড়ই চমৎকার।
শুনি তথায় ছয় ঋতু হয় বাঁধা বার মাস,
রোগ, শোক,তাপ কেউ জানেনা; নাই কোন তরাস ;
শ্রান্ত কেউ নয়, ক্লান্ত না হয় সুখ ভোগ করি ;
নিত্য নিত্য নূতন উঠে সুখের লহরী।

সেথায় নাকি বিদ্যাধরী আছে দলে দল,
যে যায় সে পায় অনেক পুণ্যে সেই তপস্যার ফল
ধরাধামে অনেক পুণ্য আমি করেছি ;
অনেক দিন অনেক কষ্টে ব্রত ধরেছি ;
দারিদ্র্যেতে জনম গেল, পাইনি ভবের সুখ ;
এই শরীরের উপর দিয়ে গেছে অনেক দুখ ;
অবশেষে সার বুঝেছি, ধর্ম্মে দিছি মন,
হেথা যাহা না পেয়েছি পাব আকিঞ্চন।
সোণার পাত্রে বিদ্যাধরী তথা মদ যোগায় ;
ঢলাঢলি গলাগলি পিয়ে সে সুধায় ;
কিন্নরে গায় প্রেমের সংগীত, নাচে অপ্সরী ;
যথেচ্ছাচার; সব একাকার, নাই লুকোচুরী।
একবার সেই সুখের ছবি দেখবো নয়নে ;
ডুববো সেই সুখের হ্রদে বাসনা মনে।
তোমরা কি সেই বিদ্যাধরী ? যাও কি নাচিতে ?
কেনইবা রোষ, কি আছে দোষ পরিচয় দিতে ?
কথা শুনে মনে মনে সখীরা হাসে ;
অবাক্ হয়ে কাণে কাণে ছায়া জিজ্ঞাসে ;

"বল দেখি সই, অবাক যে হই শুনিয়ে বাণী ;
সে ধামে কি এ সব আছে ? কাঁপে যে প্রণী।
সাধনা সে বুদ্ধিমতী, বলে হাসিয়ে,
ওর কথায় কাণ দিওনা সই থাক বসিয়ে।
পশুর অধম ও নরাধম পাপেতেই রুচি ;
করছে বৃথা ভজন সাধন মনে অশুচি।
পুরুষ-রতন তোমায় যে জন দেখা দিয়েছে ;
বিষয় বিভব ফেলিয়ে সব ছিঁড়ে নিয়েছে ;
তাঁর নগর কি এমনি হবে ? তাতো সম্ভব নয় ;
নিজের পাপে ভ্রমের কুপে পড়েছে নিশ্চয়।
লাজে মাথায় ছায়া নোঁয়ায়, নিজে দূষিয়ে
বলে ঠিক্ ঠিক্, মিছে অলীক মরি ভাবিয়ে।
জগৎ আলো যাঁর প্রভাতে, যেথা তাঁর প্রকাশ;
সেখানে পাপ থাকবে কিসে হবেই তার বিনাশ।
রাত্রি বাড়ে, দুই এক করে যাত্রীরা ঘুমায় ;
নির্ভয়েতে ঘুমায় ছায়া কচি ছেলের ন্যায়।
গন্ধ যেমনি, মশা তেমনি সে বড় কুস্থান ;
ঘুমান থাক, করাই বিপাক দুদণ্ড বিশ্রাম ;

হেন স্থানে ধরাসনে ঘুমাল মেয়ে ;
ভয় ভাবনা আর জানেনা গেল ভুলিয়ে।
চিন্তা মনে, শ্রদ্ধার সনে তাই বিনয় জাগে ;
বসে দুজন করে ব্যজন ছায়ায় সোহাগে।
কামনার সনে আলিঙ্গনে সাধনা ঘুমায় ;
জেগে তারা দেয় পাহারা, কতই ঘণ্টা যায় !
গেল দুপর, ফের অতঃপর চলিতে হবে ;
উঠ রাত নাই, জাগলো সবাই, সাজিল তবে।
শেষের রেতে আবার পথে বাহির হইল ;
আনন্দ-ধাম নগর পানে আবার চলিল।

পরের দিনে, আর এক ধামে পৌঁছে আসিয়া ;
যাত্রী নূতন দেখে কতজন তথায় বসিয়া।
এক যুবতী নামে "ভীতি" তার মাঝে বসে ;
বিষণ্ণ মন কঠোর সাধন করে বিরসে।
কথায় কথায় এই জানা যায়, সে মনে জানে,
নামে "নিরয়" স্থান দুঃখময় আছে কোন খানে।
যে নাহি যায় আনন্দ-ধাম সেই তথায় যাবে ;
মাপ হবেনা, ঘোর যাতনা সেই খানে পাবে।

তথায় অনল জ্বলছে প্রবল, ক্ষণেক নিবেনা ;
সেই আগুণে পুড়বে পাপী, উঠতে দিবে না ।
পোড়ায় দহন, না যায় জীবন, দগ্ধিয়া মরে ;
ঘোর যাতনায় প্রাণ ফেটে যায়, হাহাকার করে ;
যাতনাতে দাঁতে দাঁতে সদাই ঘসিছে ;
দে জল দে জল চেঁচায় কেবল পড়ে শ্বসিছে ।
মরিতে চায়, মরতে না পায়, হয় পাগল-পারা ;
ছাড়ি লাজে বিশ্বরাজে গালি দেয় তারা ;
তার বাড়ে পাপ্, দ্বিগুণ সন্তাপ, দ্বিগুণ দুর্গতি ;
অনন্ত কাল থাকে এই হাল নাহি নিষ্কৃতি ।
তাই "ভীতি" সে সেই তরাসে পথিক হয়েছে ;
হয়ে বিমুখ ধরণীর সুখ বিদায় দিয়েছে ।
শুনেছে নাম আনন্দ-ধাম, লোকেতে বলে
সেই ভবনে সদানন্দে থাকে সকলে ;
বিশ্বাসী পায় সোণার মুকুট, বসিতে আসন ;
নয়ন ভরে পরম জ্যোতি করে দরশন ;
নিবে যায় সব পাপের জ্বালা, পরে পুণ্য বাস ;
খুলে যায় তার জ্ঞানের চক্ষু সকল হয় প্রকাশ ;

পবিত্র হয় হৃদয় মন, প্রেম-তরঙ্গ উঠে ;
প্রাণে প্রাণে আলাপ, প্রেমের বিজুলী ছুটে ;
চক্ষে চক্ষে কথা সেথায়, দৃষ্টিতেই প্রণয় ;
প্রেমই স্বভাব, নাই মলিন ভাব, প্রেমেই পরিণয় ;
রক্ত মাংস ধরায় থাকে, নাহি তার বিকার ;
প্রেমে প্রেমে মিলন সেথা, প্রেমেই একাকার।
নিরয় ভয়ে পলায় ভীতি সেই সুখের ধামে ;
ভজন সাধন সব আয়োজন সেই মনস্কামে।
সাধনা কয় চুপে চুপে ছায়ার শ্রবণে,
ভয়ে পলায়, এজন না চায় পুরুষ-রতনে।
ছায়া বলে তাও নাকি হয়, থাক্‌লে ঘুমায়ে,
মধুর ডাকে যে পাপীকে তুলে জাগায়ে,
মধুর স্বরে উদাস করে যে তারে আনে,
অনন্ত কাল নিরয়-জ্বালা সে দিবে কেনে ?
প্রেমের গঠন যার মুরতি, তাঁহার সংসারে,
অনন্তকাল পুড়বে পাপী হাহাকার করে,
কে শুনাল দারুণ কথা ভ্রমে ফেলিল,
কলঙ্ক নাই যাঁহার নামে তাঁরে নিন্দিল।

সার এক পাশে একজন বসে, নামে "শোচনা ;"
মুখটী মুদে সদাই কাঁদে, কি পায় যাতনা।
এখনো তার আছে যৌবন, বিষণ্ণ মলিন ;
কোন দুঃখে তার নয়ন আসার ঝরে রাত্রি দিন !
কারুর সনে কয়না কথা, কাঁদে গোপনে ;
কেউ যদি তায় এসে বুঝায় পড়ে চরণে।
আহার বিহার নাইক তাহার, শরীর সে শুকায় ;
রুক্ষ তার কেশ, মলিন তার বেশ, পাগলিনী-প্রায়।
দেখলে বোধ হয় মরতে নিশ্চয় করেছে যেন ;
পোড়ায় কি বিষ তায় অহর্নিশ, মনে লয় হেন।
দেখে ছায়ার দয়ার সঞ্চার, বলে সখি রে !
যান ডেকে আন, ফেটে যায় প্রাণ ও মুখ দেখি রে !
কার মেয়ে ও কেনই কাঁদে, এল কার সনে?
ডাক দেখি সই জানিয়ে লই কাঁদে সে কেনে ?
ছায়ার প্রেমে সে শোক ক্রমে যেন হয় নরম ;
অনেক ক্ষণে কয় সে কথা ছাড়িয়ে সরম।
বলিব কি ঘোর পাতকী আমি অভাগী ;
লাজে মরি বলতে ডরি কাঁদি যার লাগি।

বাল্য দশায় জননী মোর বিধবা হয়ে,
ভাসলেন একা এসংসারে আমারে লয়ে।
বন্ধু বান্ধব ছিলনা কেউ, বিপদের পাথার ;
আশার কলস বুকে বেঁধে দিলেন মা সাঁতার।
আমি মাত্র সংসারে তাঁর আপন বলিতে,
গলায় ঝুলি মাতুলীর প্রায় বসতে চলিতে।
পেটের দায়ে পরের দ্বারে কাঁদিয়ে বেড়ায় ;
এক দিন যদি অন্ন যোটে, আর দিন অমনি যায়।
কতই রোগ শোক, কি দারিদ্র্য, মুখটী বুজিয়ে ;
সইলেন মাতা, তার বারতা রাখলেন লুকিয়ে।
বেড়াই হাসি, সুখেই ভাসি, না জানি খপর,
পাড়ার ছেলে দশজন মেলে খেলি নিরন্তর।
এই রূপে মোর শৈশব গেল ; দশম বছরে
সৎপাত্রেতে হাতে হাতে দিলেন আমারে।
আশা ছিল সন্তানের কাজ তাঁর দ্বারা হবে,
পাবেন আশ্রয়, সময় অসময় সেজন দেখিবে ;
আশা ছিল সংসারের সুখ পাইবে মেয়ে ;
পাবে ধন জন প্রিয় পরিজন সে জনে পেয়ে ;

াশা ছিল শেষ দশাটা সুখেতেই যাবে ;
রলে পরে শিয়াল কুকুরে টেনে না খাবে।
াতে বলতে কেঁদে আকুল, দমটা ফেটে যায় ;
র ধরে প্রেমের ভরে ছায়া ফের বুঝায়।
ার কি শুনবে, বছর ফিরতে দেরি সইল না ;
াশার ঘর মার হলো চুর মার, সেজন রইল না।
নলাম কাণে পতি-হীনা হলাম জীবনে ;
বলাম মনে বাঁচলাম, রব মায়ের ভবনে।
য়ের কিন্তু দারুণ শেল বাজলো হৃদয়ে ;
দলেন কত পাগল মত ধরায় পড়িয়ে।
ম হলো শোক পুরাতন, খাটি দুই জনে ;
ার অন্ন দুজনে খাই সুখের ভবনে।
লা সে ভার না বহেন আর আমার সহায়ে ;
তে বসতে সঙ্গে সাথে থাকি জড়ায়ে।
দপে ছয় বছর সে যায়, এল দিন কঠিন ;
মামারে ঘিরে ঘিরে বেড়ায় রাত্রি দিন।
া না তা, হায় বুঝিনা কি বিপদ কোথায় ;
া খেলে মায়ের কোলে, দিনটা সুখে যায়।

পাড়ায় একটা যুবক ছিল, ঘোষেদের ছেলে;
ভালবাসার কথা বলে একেলা পেলে।
বলে তার প্রাণ করে হান টান আমার কারণে ;
যদি আমায় সে জন না পায় ছাড়বে জীবনে।
দামী দামী জিনিস কত এনে সে যোগায় ;
নিতে ডরাই, ভয়ে লুকাই, না বলি তা মায়।
কিরূপে মা জানলো কথা, এক দিন বিরলে
ধরে আমায় কতই বুঝায়, নানা কৌশলে।
কিন্তু নেশায় পড়লাম কি যে, না নিলাম কাণে ;
সেই সব বিষয় সদাই জাগে যেন পরাণে।
ক্রমে মাতার ক্রোধের সঞ্চার, দেয় মা গঞ্জনা ;
একলা ঘরে রোষের ভরে করে তাড়না।
করে শ্রবণ আমায় সে জন মন্ত্রণা দিল;
ফেলিয়ে মায় লয়ে আমায় পলায়ে গেল।
পাপের বিয়ে দিশে-হারা, না ভাবি একবার
একলা ঘরে রইল পড়ে জননী আমার।
কোন দেশ দিয়ে কোন দেশে যাই, কিছুই না জা[illegible]
পাপের নেশায় ঘেরে আমায়, তাতেই সুখ মানি

পাই যাতনা, চেতন হয়না, সুরাতে ডুবায় ;
হলো কি ভাব পাপই স্বভাব, দেখিতে না দেয়।
যায় কিছুদিন পুরুষ কঠিন ফেলে পলাল ;
শুনলাম শেষে গিয়ে দেশে দশে মিশিল।
পুরুষের নাই সাজা, ঘরে সে পেল আশ্রয় ;
দশের একজন হলো সে জন বুক ফুলায়ে রয়।
সবাই তাকে কাজে ডাকে, সকলে গায় গুণ ;
বুদ্ধি বড় সে জন দড় সব কাজে নিপুণ।
কি বলবো বোন সমাজ কেমন, শুনলাম দুরাচার ;
বিষের মত গৃহে কত পশিল আবার।
লাজের মুখে ছাই দিয়ে সে বেড়ায় উল্লাসে ;
মন আগুণে কত জনে অশ্রুতে ভাসে।
পাছে তার মুখ দেখতে হয় তাই, মা আমার সে স্থান
ছেড়ে গেল জন্মের মত, করিল প্রস্থান।
ভিক্ষা করে গঙ্গার ধারে কুটীর বাঁধিল ;
মুখটী মুদে সদাই কাঁদে পড়ে রহিল।
আমি হেথায় পাপের নেশায় আছি অচেতন ;
কোন নরকে ডুবি দিন দিন নাহি অন্বেষণ।

যাতনা দেয় পূর্ব্বের স্মৃতি, সুরাতে ডুবাই ;
থেকে থেকে প্রাণটা কাঁদে, পাপেতে ভুলাই।
কিছু কাল পর এল খপর,—আর সে পারে না;
বলবে কি সে কেঁদে আকুল ধৈর্য্য ধরেনা।
বল বল করছে সবাই, সে বলে,—শুনি
একলা ঘরে বিষম জ্বরে মলো জননী।
মায়ের তৃষ্ণায় বুক ফেটে যায়, একেলা গোঁয়ায় ;
উ কি একবার মারেনা কেউ, সে পথে না যায়।
এই রূপে প্রাণ গেল মায়ের ঘরেই রয় পড়ি;
পরের দিনে শিয়াল শকুনে হয় ছেঁড়াছিঁড়ি।
নাইবার আশে গঙ্গায় আসে, দেখে লোকের ত্রাস
আহা বুড়ী ছিল ভাল, করে হাহুতাশ।
শুনলাম যখন এই বারতা, মাথায় পড়লো বাজ ;
চোক যেন কে খুলে দিলে, ঘুচলো সকল কাজ।
ঘুমাতে যাই দেখিতে পাই সেই ছবি যেন ;
মা কেঁদে যায় ডেকে আমায় ভয় লাগে হেন।
থাকি কথায় এসে দাঁড়ায়, যেন সেই শরীর ;
বিদরে বুক, সেই মায়ের মুখ, সেই নয়নের নীর।

চেয়ে থাকলে সেইরূপ দেখি, মুদলে দুনয়ন
নানা রকম ভীষণ মূর্ত্তি করি দরশন।
ক্ষণে দেখি লোহার মুদ্গার হাতেতে একজন,
রোষের চোখে আমায় দেখে, করিছে তর্জ্জন।
মাথার উপর বিকটাকার শকুনি উড়ে;
দশদিক হতে দশটায় মিলে খায় আমায় ছিঁড়ে।
ক্ষণে দেখি লক্‌লক্‌ জিহ্বা যেন রাক্ষসী
ধরতে আমায় সবেগে ধায়, খায় শোনিত শুষি।
ক্ষণে দেখি মায়ের মুণ্ডু যায় গড়াগড়ি;
কাটা মুণ্ডু কেঁদে বেড়ায় মরি ধড়ফড়ি।
আর মনে নাই;—শুনিতে পাই বুদ্ধি মোর গেল;
লোক ধরে কারাগারে শেষে পাঠাল।
বাতুল সেরে ঘরে ফিরে ভেবেছি মনে,
করিব ক্ষয় এ পাপদেহ কঠোর সাধনে।
লোকে বলে আনন্দ-ধাম, রাজা দয়াল তার;
চলে কত লোক নিয়ত দেখি চারি ধার;
পাপের পঙ্কে ডুবে আমি অধম হয়েছি;
এ পাপ ভালে কলঙ্কের দাগ নিজেই লয়েছি;

জানি আমার আশা নাই আর সেই ধামে যেতে ;
ভেবেছি তাই শরীর শুকাই পড়ে ধরাতে।
মরলেও আমার এ পাপের ভার বোধ হয় যাবে না ;
এ পাপ জীবন সে ধামে স্থান কভু পাবে না ;
তোমরাত বোন দেখি সুজন, করুণা করি
বল আমায় এ পাপের দায় কিরূপে তরি ?
বুঝাইয়া কয় "সাধনা" নিরাশ হ'ওনা ;
অতীত কথা লয়ে কেবল ব্যস্ত র'ওনা।
যা হবার তা হয়ে গেছে, কাঁদলে কি হবে ?
রইল মনে কালির দাগ যত দিন রবে।
করেছ পাপ, পেয়ে সন্তাপ আঙ্গার হয়েছ ;
প্রাণের কালি অশ্রু ঢালি অনেক ধুয়েছ ;
এত রোদন যার তরে বোন সে পাপ থাকে না।
দেব দূরে থাক্ মানুষ সে পাপ মনে রাখে না।
আনন্দ-ধাম যাঁহার নগর; শুনেছি সেজন
কৃপার আধার, খুলি দশ দ্বার করেন আবাহন।
রোগী শোকী পাপী তাপী যেবা সেথায় যায়,
সবাই সমান, চরণে স্থান কৃপা গুণে পায়।

আশা কর ধৈর্য্য ধর আমাদের সনে
চল তথায়, পাবেই আশ্রয় তাঁহার চরণে।
ছায়াময়ী কোমল মেয়ে, দুচোক দিয়ে তার,
তার দুখেতে চাঁদ মুখেতে বহে নয়ন ধার।
হাতখান ধরি ধীরি ধীরি কোলেতে টানি;
বাহু দিয়ে আলিঙ্গিয়ে চুমে মুখ-খানি।
কেঁদনা বোন! কেঁদনা বোন! বলে মুখ মুছায়;
শোচনার শোক উথলে উঠে তাহার সে কৃপায়।
কেঁদনা বোন! কেঁদনা বোন! তোমার পাপের ভার
কৃপা করি লবেন হরি সেই প্রভু আমার।
মুখ তুলে চাও, বোন বলে লও আজ হতে মোরে;
যেথায় থাকি থেক সাথে জনমের তরে।
তোমার জন্যে সে ধামের দ্বার খোলা রয়েছে;
তোমার উপর কৃপা তাঁহার জেনো হয়েছে।
এইরূপ তাকে বুঝয়ে রাখে, রাত্রি বেড়ে যায়;
ক্রমে নীরব হয় যাত্রী সব কে কোথায় ঘুমায়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কাম-পুরী বা প্রলোভন।

পুন রাত্রি শেষে, পথিকের বেশে
সে পথে বাহির হইল দুজনে ;
নানা কথা বলে, পায় পায় চলে
অরুণের প্রভা উদয় গগণে।

বলিছে কামনা, এ শ্রম সহেনা,
গেল কতদিন ছেড়েছি দেশ ;
করিয়ে ভ্রমণ ক্লান্ত দেহ মন,
শ্রমে অনাহারে এ মলিন বেশ।

সখীত সুখায়ে, গেছে ম্লান হয়ে,
কবে বা জানিত এ হেন দুখ ?
ফুলটীর মত ফুটিয়া থাকিত,
হইয়াছে কালি সেই চাঁদ-মুখ।

ছায়া বলে সই, আমি ক্লান্ত নই,
কিন্তু লাজে মরি তোমাদের ক্লেশে ;
হেন ইচ্ছা মনে যদি কোন জনে,
উড়ায়ে লইতে পারে সেই দেশে।

সাধনা শুনিয়া বলিছে হাসিয়া
পথ-শ্রম আগে জানাত ছিল ;
ভাবিলে কি হবে, হেঁটে চল সবে,
ওই দেখ রবি গগণে উঠিল।

রাতি পোহাইল, প্রকৃতি জাগিল,
তাহারা আসিল এক দোমাথায় ;
দেখিল সেখানে বামে ও দক্ষিণে
দুটী পথ যেন দুই দিকে যায়।

ছিল যারা সাথে, পড়েছে পশ্চাতে,
কেবা দেয় সেথা পথের খপর ;
বুঝিবারে নারে যায় কোন ধারে,
কি করি ভাবিয়া চিন্তিত অন্তর।

ভাবিতে ভাবিতে, পাইল দেখিতে
আসিছে নিকটে যেন একজন।
সদা হাই তোলে, মৃদু মৃদু চলে,
ঘুমায়ে ঘুমায়ে ফুলেছে নয়ন।

দেখে লাগে মনে, যেন ত্রিভুবনে
করিবার কিছু নাহি সে জনার ;
খেয়ে ঘুমাইয়ে বেড়ায় ঘুরিয়ে,
পর শিরে দিয়ে বোঝা আপনার।

মুখ দেখে তার, ঘৃণার সঞ্চার,
বুদ্ধি শুদ্ধি ভোঁতা চালনা বিহনে ;
নামেতে "অলস" সদা পরবশ,
পর অনুগ্রহে ধরে সে জীবনে।

ইহারি অদূরে, কোন এক পুরে
আছে একজন যুবক ভূপতি ;
এ পথে সুন্দরী আসে যদি নারী
তাহারে বিপদে ফেলে সে দুর্ম্মতি !

সে পাঠায় চরে　নগরে নগরে,
　নারী ভুলাইতে তাহারা চতুর ;
নানা ধোঁকা দিয়া,　লয় ভুলাইয়া,
　আনে অবশেষে তাহারি পুর।

পুরে একবার　পা পড়িল যার
　তাহার নিস্তার আর বুঝি নাই ;
ডুবায় সে পাপে,　মরে মনস্তাপে
　সে জনেত আর দেখিতে না পাই।

ওই যে অলস　সে রাজার বশ,
　তাহারি কিঙ্কর　তাহারি সে চর ;
এই দোমাথায়　পড়িয়া ঘুমায়,
　রমণী কে যায় লয় সে খপর।

নারী কেহ এলে,　তাহারে কৌশলে
　দক্ষিণের পথে লয়ে যায় ডেকে ;
পুরীতে পৌঁছিয়া,　সে সংবাদ দিয়া,
　পুন আসে হেথা পান্থ-শালে রেখে।

আজ ভাগ্য ফলে, উঠিয়া সকালে
উত্তম শিকার তাহার যুটেছে ;
তাই সে উল্লাসে হাই তুলে আসে,
ত্বরা করি তাই সে দিকে ছুটেছে।

তারা কিবা জানে, জিজ্ঞাসে সেজনে,
সে বলে বাঁ পথ গেছে বড় ঘুরে ;
পথে খাওয়া দাওয়া, যায়নাক পাওয়া
এ পথে সরাই বড় দূরে দূরে।

দক্ষিণের বাট দেখ পরিপাট,
প্রশস্ত এ পথ অতি মনোহর ;
অতি সুখে যাবে, পথে পথে পাবে
উদ্যান, সরসী, কানন, সুন্দর !

গেলে কিছু দূর পাবে এক পুর,
সে পুরী ভূপতি বড়ই সুজন ;
পান্থশালা তাঁর অতি চমৎকার,
সদা বাঁধা তথা দাস দাসী জন।

যাইবার কালে, তাঁহারে জানালে
গাড়ি ঘোঁড়া পাবে যাবার কারণে ;
আরামে আরামে, সে আনন্দ-ধামে,
পোঁছিবে এ পথে তিন চারি দিনে।

যদি চাও যেতে তোমরা এ পথে
আমি যেতে পারি তোমাদের সনে ;
সে পুরে পোঁছিয়া, আসিব রাখিয়া
সবে নিরাপদে সে পান্থ-ভবনে।

শুনি সেই বাণী কামনা রঙ্গিণী
একেবারে যেন নাচিয়া উঠিল ;
চল, চল বলি যেতে চায় চলি
শোন শোন বলে সাধনা ধরিল।

কি জানি এ পথে পড়ি বা বিপদে,
একের কথায় যাওয়া ভাল নয় ;
থাক কিছুক্ষণ, যাত্রি দশ জন
আসুক করিব যাহা ভাল হয় ;

রাগিল কামনা, বলিল সাধনা !
তোর কথা কিছু বুঝিতে নারি ;
চলেছি দুজনে, না জানি কেমনে
কি বিপদ কোথা ঘটিবে ভারি।

ছায়া যদি রায় দিল সে কথায়,
সে দিকে তখনি ঝুঁকিল সবে ;
বুঝিল সাধনা তারা শুনিবে না,
কি করি ভাবিয়া চলে নীরবে।

ভুলিয়া অলসে, সত্বরের আশে
দক্ষিণের পথে ওই তারা গেল;
কথায় কথায় কত দূর যায়,
গগণেতে বেলা ক্রমেই বাড়িল।

দেখে অবশেষে পুরী দূর দেশে,
কোনো দেবপুরী হেন মনে লয় ;
কি ধাতু গঠিত কি রত্ন-খচিত
ঝক মক করে যেন জ্যোতির্ম্ময়।

চম্পক বকুল, পথে নানা ফুল
যেমন সে পুরী সে পথ তেমনি;
দু পাশে তাহার তরু চমৎকার,
শাখায় শাখায় ঢাকা দিনমণি!

নানা ফুল ফুটে কি সৌরভ ছুটে,
সুবাসে আকুল করিতেছে প্রাণ;
বিপিন মাঝারে কুল কুল স্বরে
কোথা বহে নদী না পাই সন্ধান।

ঘন কুঞ্জে পাখী গায় থাকি থাকি,
প্রজাপতি শত উড়ে বেড়াইছে;
গুঞ্জরিছে অলি, শত শত কলি
ফুটি ফুটি একা একা মিলাইছে।

পাশে সরোবর, দেখ মনোহর,
সহস্র কমল রহিয়াছে ফুটে;
হংস হংসী মেলি করে জল কেলি,
ডুবে ডুবে বারি দেয় পক্ষ পুটে।

হংস-পক্ষ দিয়া বারি গড়াইয়া
পদ্ম-পত্রোপরে ঢল ঢল করে ;
হংসীদের কাণে নিজ প্রেম গানে
গেয়ে গেয়ে অলি চৌদিকে বিহরে।

কোথা বা উদ্যানে সরসী-সোপানে
সুশ্বেত প্রস্তরে রচিত আসন ;
তথা বসি বসি প্রকৃতিতে পশি
নির্জ্জনতা তলে হও নিমগন।

দিন রাত্রি যাবে, কেহ না জাগাবে,
শুনিতে না পাবে নর-পদ-ধ্বনি ;
নির্জ্জনতা আসি যেন প্রাণে পশি
চিত্তের উদ্বেগ ডুবাবে তখনি।

এমনি নির্জ্জন সে কুঞ্জ-ভবন,
এমনি সুরম্য সেই সে প্রদেশ ;
হেন মনে লাগে সর্ব্বেন্দ্রিয় জাগে
সে সুরম্য দেশে করিলে প্রবেশ।

তারা পায় পায় যত আগে যায়,
আসিছে নিকটে সে পুরী শোভনা ;
শোভায় শোভায় নয়ন ডুবায়,
কে করে বর্ণনা সে কি কারখানা।

ছায়াময়ী মেয়ে ! চিন্তা-যুক্ত হয়ে
কি ভাবিছ একা ? ভাবিছ কি মনে,
তোমার ওরূপে লুকাবে কিরূপে,
নিজ জন্ম-কথা রাখিবে গোপনে ?

তাও নাকি হয় চাপা কিলো রয়
পূর্ণিমার শশী শরদের ঘনে ?
রূপ নিরমল পবিত্র উজ্জ্বল
সাধ্য কি যে চাপ মলিন বসনে।

রূপের আগুণে ঢেকেছ বসনে,
ফুটিয়া বাহির ওই দেখ হয় ;
ওই চাঁদ-মুখে রেখেছে যে লিখে
তব জন্ম-কথা বিধি সমুদয়।

ওই অপরূপ আপনার রূপ
আপনার চোখে দেখিলে আপনি,
চক্ষু যে খুলিত, এ ভ্রম ঘুচিত;
কি ধন তুমি যে বুঝিতে স্বজনি!

হায় কি করিলে কেন হেথা এলে?
কেন বা শুনিলে অলসের বাণী?
লাগে যে কেমন, কাঁপিতেছে মন,
কি বিষম জালে পড়িলে কামিনি!

ওযে স্বর্ণ-ফাঁদ এ সোণার চাঁদ
ধরিবার তরে কেন বুঝিলে না?
সাধের কেনারি! কারণে তোমারি
পাতিয়াছে জাল কেন দেখিলে না?

হায় লো সাধনা তুই এক জনা
বুদ্ধিমতী মেয়ে আছিস্ এ দলে;
কেন জোর করি রাখিলি না ধরি
হইলি দুর্ব্বল কেন এই স্থলে।

কি হবে ভাবিলে ওই তারা চলে
পশিছে নগরে কথায় কথায় ;
যেরূপ ছুপরে বৃকের গহ্বরে
শ্রান্ত মৃগ-কুল ঘুমাইতে যায়।

এল পায় পায় পথিক-শালায়,
নাম ধাম তথা কেহ না সুধায় ;
দাস দাসী জন সবাই সুজন,
যখনি যা চাহে তখনি যোগায়।

করিয়ে বিশ্রাম গেল শ্রমের ঘাম
বড়ই সুন্দর সুরম্য সে ধাম ;
সবারে পুছিছে, জানিতে চাহিছে,
কেহ নাহি বলে সে পুরীর নাম।

খাইতে শুইতে উঠিতে বসিতে
বেলা গড়াইল দিবা অবসান ;
যত যায় দিন আর এক নবীন
বেশ ধরে পুরী অলকা সমান।

পূর্ণিমা যামিনী বসন্তের রাণী
যেন গরবিণী নামিছে ধরায় ;
ঢুলায় চামর মলয় কিঙ্কর,
তরুলতা ফুল চরণে ছড়ায়।

না হতে গোধূলি দিল যেন খুলি
সুখের ফোয়ারা কেহ দশ দিকে ;
কোকিল পাপিয়া উঠিল ডাকিয়া,
সে রবে পরাণ উঠিল চমকে।

জ্যোছনা না হয় বর্ণনা,
সুধায় সুধায় তরঙ্গ উঠিছে ;
কানায় কানায় উছলিয়া যায়,
পরশে হাজার কুসুম ফুটিছে।

বসন্তের সুরা পান করি ধরা
যেন মাতোয়ারা হইয়া পড়িল ;
নাচে হাসে গায়, তাই শশী তায়
জ্যোৎস্না সুধা ধারা শিরেতে ঢালিল।

না আসিতে নিশি দেখ দিশি দিশি
সহস্র দেউটী জ্বলে সেই পুরে ;
নৃত্য গীত ধ্বনি চারিদিকে শুনি,
বসন্ত উৎসবে মাতে নারী নরে।

গোধুলি বাতাসে মনের উল্লাসে
যুবক যুবতী ঘোরে শত শত ;
চন্দ্রিকা আলোকে নাচে গায় লোকে
মধুর বাজনা বাজিছে নিয়ত।

সন্ধ্যাকালে পান্থশালে রমণী একজন
এসে বসে; মধুর ভাষে করে সম্ভাষণ।
মুখ-খানি তার বড়ই মিষ্টি, নামটী "শঠতা" ;
সদাই হাস্যে, চোখে মুখে কতই কয় কথা।
শঠতা সে পুরীর রাজার সাধের কিঙ্করী,
সকল রকম পাপাচারে তার সহচরী।
নিজের যৌবন পাপে দিয়ে প্রবীণ সে এখন ;
নারী ধরে বেড়ায় ঘুরে তাহারি কারণ।

তার আদেশে এসেছে সে, যেরূপ কাননে
হস্তিনী যায় ধর্‌তে হাতি প্রেমের বন্ধনে।
কোন উপায়ে ছায়ায় লয়ে ফেলিবে জালে,
সেই ভাবনা ভাঙ্গে না তা রাখে আড়ালে।
এমনি ভাবটী ছন্দ কপট কিছুই না জানে,
খুলে হৃদয় সব কথা কয় সরল পরাণে।
বলে এ ধাম প্রেমের পুরী, মোরা এই পুরে,
বাল্য হতে তিন বোনেতে থাকি এক ঘরে।
এই পথেতে যেতে যেতে যদি কেউ আসে,
আদর করে রাখি মোরা নিজেদের বাসে।
নূতন নূতন কথা শুনি, হয় নূতন প্রণয় ;
সেই সুখেতে তিন বোনেতে দিনটা গত হয়।
লোকের মুখে শুনলাম আজি তোমাদের কথা ;
ব্যাকুল হয়ে এলাম ধেয়ে জানতে বারতা।
এলাম যেমন দেখলাম তেমন, কপালের গুণে
মনের মত মানুষ কত পেলাম এখানে।
মুখেতে খই ফুটছে যেন ; ওদিকে নয়ন
কটাক্ষেতে চারিভিতে ঘুরছে এতক্ষণ।

পাই দেখিতে সেই আঁখিতে কি এক চুতরালি ;
কি লুকান ভাবটা যেন রেখেছে ঢালি।
আধখানা তার হাসি যেন চোকের ভিতর রয় ;
ফুটে উঠে দুটী কোণে সেই কোণেতেই লয়।
লুকান ভাব উপর উপর একবার ভাসিছে ;
চোক যেন তায় আবার কোথায় লুকয়ে আসিছে।
বাপরে সে কি দৃষ্টি চতুর ! মুখেতে পশি
স্পঞ্জের মত মনের ভাবটা লয় যেন শুষি।
সর্ব্বনেশে এমন চক্ষু বোধ হয় দেখ নাই;
পেটের খপর ডুব দিয়ে লয় তোলো যদি হাই।
কতই রূপ সে ধরতে পারে, জানে কতই ঢং ;
যার যা হলে মনটা গলে তার কাছে সেই রং।
সতীর কাছে পরম সতী, সাধুর কাছে তাই ;
নষ্টের নিকট তাহার হদ্দ, লাজের মুখে ছাই।
হেসে হেসে মিষ্ট-ভাষে সবার মুখে চায় ;
সাধনার মুখ দেখে কেবল গোপনে ভয় পায়।
চোক দুটো তার যেন বলে, এযে বিষম স্থান ;
সকল কৌশল হবে বিকল এ পেলে সন্ধান।

এ দেখি যে শক্ত মেয়ে শেয়ানের ধাড়ি ;
আর কটা থাক, আগেই কিসে এটাকে পাড়ি।
শঠতা সে এক নিমেষে যুক্তি করিল ;
সবায় ছেড়ে সাধনার হাত আগেই ধরিল।
আর জন্মে ভাই,মার পেটের বোন ছিলিস্ কি আমার,
দুদণ্ডেতে প্রাণ কাড়িতে এমন সাধ্য কার।
বিধির কি কাজ, কি অঘটন দেয় সে ঘটায়ে ;
কোথায় হতে এমন বন্ধু দিল যুটায়ে।
শুনবো না ভাই কোন ওজর, আমার ভবনে
থাকতে হবে দুচারি মাস আমাদের সনে!
আনন্দ-ধাম নগর যাবে, আমি লোক দিয়ে,
কয় মাস পরে সে নগরে দিব পাঠিয়ে।
সাধনার হাত ধরে টানে ;—সাধনা সে কয়,
"মাপ কর ভাই, প্রাতেই যাব রয়েছে নিশ্চয়।
সহর দেখতে যেতে পারি, থাকা হবে না ;
যাই আমরা করে ত্বরা দেরী সবে না"।
সে শঠতা নয় পিছুপা, বলে তাই হবে ;
এখনি তার উপায় করছি, যেও কাল সবে।

এখন চল আমার গৃহে—বলিয়া টানে;
উঠলো তারা পিছে পিছে চললো সেখানে।
শ্রদ্ধা বিনয় সেই ধামেই রয় জিনিষ আগুলে;
করে ত্বরা এস তোমরা, দেয় শুধু বলে।
জ্যোছনাতে ফিন ফুটিছে, সুধা লাগে গায়;
হাজার ফুলের সুবাস হরি পবন বয়ে যায়;
গাছের পাতায় পশি জ্যোস্না তলায় পড়েছে;
এক এক স্থানে এক এক রকম শোভা ধরেছে;
কোথাও বোধহয় দাঁড়ায়ে কে পরে শুভ্রবাস
ঘোর বিজনে গভীর বনে, দেখে লাগে ত্রাস;
বায়ু ভরে কোথাও পাতা যতই দুলিছে,
সেই জ্যোছনা কণা কণা তথায় খেলিছে;
নিশির কন্যা নির্জ্জনতা আঁধারে বসে
আলোর ভাঁটা লয়ে যেন খেলে হরষে!
সরসীর জল করে ঢল ঢল ধরার হৃদয়ে;
প্রেমে শশী যেন খসি তাহে পড়িয়ে;
মৃদু মৃদু পবন তাহে তোলে লহরী;
এক শশী হয় শতেক খানা কি শোভাই মরি!

এমনি লাগে পারদ কেহ যেন বা গেলে,
শোভার তরে পুকুর ভরে রেখেছে ঢেলে।
দেখে দেখে মনের সুখে চলে কয় জনা;
পুরার মাঝে সদাই বাজে মধুর বাজনা।
চারিদিকে নৃত্য-গীতে সবাই মেতেছে,
সুখ যেন এক নূতন রাজ্য সেথায় পেতেছে।
কয় কামনা,—দেখ সাধনা কেমন সুখের স্থান;
তাড়াতাড়ি এ দেশ ছাড়ি করিস নে প্রস্থান।
সাধনার মন দৃঢ় এমন সে বলে তুই থাক;
তোর কথাতে যে জন চলে তার ঘটে বিপাক।
কথায় কথায় এল তথায়, ডাকিল দ্বারে;
দুই বোনেতে হুড়াহুড়ী খুলিবার তরে।
শঠতার বোন তারা দুজন, "ছলনা" "মায়া",
অবাক হয়ে সেই উভয়ে নিরখে ছায়া।
যেমনি রূপ তেমনি সাজ, সদাই হাসিছে;
প্রাণটী যেন মুখের উপর সদাই ভাসিছে।
দুটী যেন প্রজাপতি রয় কোনো ফুলে;
কোমল কোমল মধু খেয়েই বাঁচে ভূতলে!

সুখের তরে জীবন ধরে সুখেই কাল হরে,
তাদের জন্য দুঃখ যেন নাহি সংসারে !
এমনি দুটীর ফুটন্ত ভাব, এমনি মাধুরী !
এমনি তাদের হাসি খুসি এমনি চাতুরী।
কতই খাতির জানে তারা, সবার হাত ধরে
ঘরে বসায়, মিষ্ট ভাষায় জুড়ায় অন্তরে।
এটা ওটা এনে দেখায়, যোগায় মধুর ফল,
পাত্র ভরে মুখে ধরে বারি সুশীতল।
কেউবা করে বাতাস, কেউবা লয়ে ফুলের হার,
মৃদু হেসে মধুর ভাষে যোগায় উপহার !
তিনটী বোনে সমান পটু মানুষ ভুলাতে,
মন ভুলানে নানা খেলা পারে খেলাতে।
কামনাত ভুলেই গেছে ; কিন্তু শোচনা
কেমন কেমন দেখছে যেন, ভালই লাগচে না।
দেয়ালে চায়, দেখিতে পায় সকল ছবিই তার
নর নারীর প্রেমের লীলা, অতি কদাকার।
মেয়ে দুটীর ভাব দেখে তার যেন মনে লয়,
পাপের খেলায় নিপুণ তারা সহজ মেয়ে নয়।

কিন্তু সেযে নূতন মানুষ তাতে নূতন স্থান,
বলতে ডরায়, ভেঙ্গে না কয়, থাকে ম্রিয়মাণ।
সাধনাত বুদ্ধিমতী, কিন্তু নির্জ্জনে,
জনমটা তার কেটে গেছে বিষয়-কাননে ;
মিশলো কবে নরের সনে, কি জানে খপর,
কোন বনেতে কোন বাঘ চরে, কি আছে ভিতর ;
সহজ চোখে উপর দেখে, তাতেই খুসি রয় ;
সে তিন বোনে ভালই জানে, সন্দ নাহি হয়।
নারীর মাঝে কাল সাপিনী থাকে লুকিয়ে,
হাসির পিছে বিষের ছোরা রাখে পুরিয়ে,
জানবে কিসে, দেখেনি সে কভু সে ধনে ;
দিয়ে ধোকাঁ করলে বোকা তারে তিন জনে।
সে ভাবে বেশ মেয়েগুলি এরা কি সুজন ;
প্রেম-নগরী সুখের পুরী স্বাধীন সর্ব্বজন।
ছায়ার কথা বলাই বৃথা, সে কাঁচা মেয়ে,
একবারে সে গেছে মিশে "মায়াকে" পেয়ে।
একই বয়েস, একই মাথায়, তারা দুই জনে
ঘরে ঘরে বেড়ায় ঘুরে আপনার মনে।

মায়ার কাঁধে ছায়ার হাতটী, যেন দুই সখী ;
রূপে রূপে মিলন দুটীর সে কি নিরখি !
পেয়ে সময় শঠতা কয়,—চল ভাই সাধনা,
দেখবে যদি সহর তবে দেরি কর না।
ছায়া বলে তোমরা যাও, থাকি এই খানে ;
ঘোরা আমার হবে না আর, ব্যথা চরণে।
আচ্ছা বলে চার জন চলে ; হায় হায় কি হলো !
তাদের সনে ছায়া-ধনে ফেলিয়ে গেলো।
শঠতার যে সহর দেখা ধোঁকাত সেটা ;
ছায়ায় একলা ফেলে যাওয়া, আসল কথাটা।
তিন জনে সে কোন পথ দিয়ে কোথায় নে গেলো ;
আসছি বলে পথে ফেলে কোথায় লুকালো।
ছুটে যায় সে রাজার পাশে এই খপর দিতে,
সোণার পাখী পড়লো জালে, এস ধরিতে।
যাবে তারা কাল সকালে, সময় নাইক আর,
এখনি তার দেখা শুনা এখনি গ্রেপ্তার।
ফেলে উৎসব বেশ অভিনব পরে ভূপতি ;
পেয়ে আদেশ পরিল বেশ পাঁচ সেনাপতি।

এই রূপে জাল পেতে দিয়ে দুষ্ট শঠতা,
আর না ফিরে, রাজার পুরে লুকালো কোথা
হেথায় দেখ দ্বারটী দিয়ে দুষ্ট "ছলনা",
ছায়ায় কিসে গড়্‌বে তাই সে করে মন্ত্রণা।
দুটো বোনের ভালবাসা যেন উথলে ;
ছায়ার গলায় মায়া জড়ায়, চুম্বে কপোলে।
শেষে ফেলে পুরীর কথা ;—সরল সে মেয়ে
কতই করে প্রশংসা তার হৃদয় খুলিয়ে।
কয় ছলনা,—'পুরীর পতি প্রেম সদাশয়,
কি বলবো তার গুণের কথা বর্ণনা না হয়।
নরকুলের শিরোমণি বুঝি সেই জনা ;
কি কব তার অপরূপ রূপ নাইক তুলনা।
যেমনি রূপ তেমনি গুণ ; সেজনার গুণে
এই নগরে নারী নরে দুঃখু না জানে।
সবাই স্বাধীন নয় পরাধীন, সুখে বিহরে ;
সবে মিলে হেসে খেলে সুখে কাল হরে।
প্রেমের যৌবন হয়নি গত ; প্রজা সকলে
কতই সাধে, বিবাহ-পাশ না লয় সে গলে।

হেসে বলে, জীবন যৌবন দিব যাহারে,
আজিও সে নারী-রত্ন পাইনি সংসারে।
এতদিনে ভাগ্য গুণে সে ধন যুটেছে;
প্রেমের মতন প্রণয়িণী এইবার ঘটেছে।
এখনি প্রেম আসবে হেথা, হবে পরিচয়,
তোমায় দেখি পরম সুখী হবে সে নিশ্চয়।
ছায়া যায়না তাদের পথে, না চায় দেখিতে;
কথায় তাহার, সে ঘরে আর চায় না থাকিতে।
হেসে বলে,—পায় পড়ি ভাই, আমায় ছেড়ে দেও;
যদি আসেন তাঁকে নিয়ে তোমরা কথা কও।
আমি একলা লুকয়ে কোথাও থাকব আড়ালে,
ডেকো আমায় আবার হেথায় চলিয়ে গেলে।
জড়িয়ে গলে মায়া বলে, তাতে দোষ কি ভাই?
সত্যি, সুজন পুরুষ এমন কোথাও দেখ নাই।
ছলনা ফের বাড়ায় তারে নানা কৌশলে;
তাতে যদি ছায়ার প্রাণটা একটু যায় গলে।
সে মেয়ে তার ধারেই যায় না; পুরুষের সনে
করেছে সে অনেক আলাপ পিতার ভবনে;

ঘুচেছে তার সে সকল সাধ ; এখন হৃদয়ে
পুরুষ-রতন কেবল একজন আছেন জাগিয়ে।
আলাপনে বুঝলো মনে দুষ্ট ছলনা,
থাকতে সজাগ তার অনুরাগ ফেলতে পারবে না।
অবশেষে মৃদু হেসে আর একঘরে যায় ;
রূপার পাত্রে কি এক বারি আনিল তথায়।
হেসে হেসে এসে পাশে মুখেতে ধরে ;
বলে খাও বোন সরবত নূতন প্রেমের নগরে।
অতি সুরস এ সুধা-রস গুণ কি কহিব,
কি আছে আর সমান ইহার তুলনা দিব।
যে করে পান, যুড়ায় তার প্রাণ, কি সুখেই ভাসে ;
সকল সন্তাপ রোগ শোকে পাপ ত্বরায় বিনাশে।
কথা রাখ খেয়েই দেখ বলিয়া ধরে ;
খাই কি না খাই দোনা-মনা ছায়া অন্তরে।
খাইতে যায়, কি গন্ধ পায়, না পারে ঘৃণায় ;
মাপ কর ভাই, খেতে না চাই বলে মুখ ফিরায়।
ছায়া হেসে বাহুপাশে বাঁধিয়ে বলে,
না খায় যদি দেওত দিদি গালেতে ঢেলে।

মায়ার পাশে বাঁধা ছায়া, হাতত সরে না ;
ছলনা সে ঢালতে আসে ধরতে পারে না।
হেসে হেসে আশে পাশে কেবল মুখ ফিরায় ;
দুই সুন্দরী তারে ধরি ঢেলে দিতে চায়।
দেয় বা ঢেলে, হেন কালে কে ডাকে দ্বারে ?
ছেড়ে দিয়ে যায় ছুটিয়ে মায়া সত্বরে।
করে কোলাহল আসে কোন দল, ছায়া যায় সরে ;
ভয় কি হেন পালাও কেন বলিয়ে ধরে।
ধরে হাতে কোন মতে দেয় না তায় যেতে,
কাজেই ছায়া বাঁধা পড়ে রহে এক ভিতে।

ঘরে পশে সুন্দরী কুল, সবাই যুবতী ;
লুটায় আঁচল, করে টলমল, সে এক কি গতি !
পরেছে সাজ, দেখিলে লাজ ; নামেই ঢেকেছে,
চিকণ বাসে আধা তনু খুলেই রেখেছে ;
কি আমোদে বিভোর তারা, ঢল ঢল নয়ন ;
দুই কপোলে লালের আভা, টলিছে চরণ।
চাপিতে চায় ছায়ায় দেখে, সুখটা উথলে ;
নয়ন ঠারে পরস্পরে, হাসে খল খলে।

বসলো আসি যে যেথায় পায়, করে ইসারা ;
সবার সনে চার নয়নে কথা কয় তারা।
ক্রমে ঘরে পশে মায়া ; কাঁধে হাত দিয়ে
আসিছে এক পুরুষ নবীন মৃদু হাসিয়ে।
সঙ্গে আসে পাঁচ পারিষদ ; তাহার প্রথম জন,
বিকট আকার, দেখতে গোঁয়ার, আরক্ত নয়ন ;
লাল চেহারা সিঁদুর পারা, উগ্র প্রকৃতি ;
গোঁপ দাড়ি তার ঝাঁটার আকার, কঠোর আকৃতি
দ্বিতীয় শ্যাম, গঠন সুঠাম, কিন্তু লম্বোদর,
যেন আহার করে তাহার তৃপ্ত নয় অন্তর।
তৃতীয় জন কৃষ্ণবর্ণ তামস তার স্বভাব ;
নাহি শুচি, কি কুরুচি, কদর্য্য তার ভাব।
চতুর্থ জন চলে কেমন গরবে পা ফেলে ;
তাহার মতন পুরুষ-রতন নাই যেন ভূতলে।
গৌর কান্তি, কিন্তু শান্তি মনেতে তার নাই ;
নিজের বেশটা দেখায় কেমন দেখছে শুধু তাই !
পঞ্চম ব্যক্তি, শুঁটকো অতি, কুঞ্চিত কপাল ;
কটাক্ষে চায় লোকের দিকে, দেখে লোকের হাল।

দেখলে বোধ হয় সুখী সে নয়, সদাই অসুখী ;
পরের দুঃখে সুখ বড় পায়, সুখেই হয় দুখী।
এমনি পাঁচটী সহচর তার, পাঁচ সেনাপতি ;
হেসে হেসে ঘরে পশে পুরীর ভূপতি।
দূর হতে তার রূপটী দেখি অতি মনোহর ;
বয়েস হবে বছর পঁচিশ, গতিটী সুন্দর,
সুবিশাল সেই নয়ন দুটী রক্তিম আভায় ;
ঘন ঘন পক্ষ্ম তাতে কি সুন্দর দেখায় ;
গৌর কান্তি, সমুন্নত, প্রশস্ত ললাট ;
ঘন কাল ভ্রূযুগল তায় অতি পরিপাট ;
মাথায় ঘন কেশ গুলি তার ঢেউ খেলায়ে,
থরে থরে শোভা করে, আছে ফুলিয়ে ;
সুবিশাল তার বক্ষ গ্রীবা, দেখে মনে হয়
বীরের সমান সে বলবান ছিল এক সময়।
কাছে এলে মলিন কান্তি দেখি মুখেতে ;
কি যেন এক ঘোর অবসাদ মাখা চোখেতে ;
যেন বা কোন রোগের ছায়া চেহারার উপর ;
দেখে বোধ হয় যেন বা ক্ষয় পায় সে নিরন্তর ;

সে যে হাসে তাও যেন সে জোরে হাসিছে ;
মন যেন চায় ডুবে যেতে, জোরেই ভাসিছে।
এসে বসে ছায়ার পাশে ; মায়া আসিয়ে
ছায়ায় ধরে তার গোচরে বলে হাসিয়ে ;
এতদিনে বিবাহের ফুল তোমার ফুটিল ;
এইবার তোমার প্রণয়িণী দেখ জুটিল।
মায়ার কথায় ক্রোধের উদয়, ছায়া সরিয়ে
যাইতে চায়, মায়া তাহায় রাখে ধরিয়ে।
পুরীর পতি সুজন অতি, সম্ভ্রমে বলে ;—
পরিহাসে রোষের বশে যাবেন না চলে।
ওরা দুষ্ট বেজায় নষ্ট, যা আসে মনে,
তখনি তা বলে বসে স্থানে অস্থানে।
কুলকুলয়ে উঠলো হেসে যতেক সুন্দরী ;
পুরীপতি থামতে বলে ইশারা করি।
সসম্ভ্রমে পুন বলে—যদি দোষ না হয়
হয় বাসনা আপনার কিছু জানি পরিচয়।
ছায়া বলে,—"ধরাতলে আছে এক কানন ;
বিষয় নামে সে ধামে এক আছেন মহাজন ;

তাঁরি কোলে মানুষ আমি, ছায়াময়ী নাম,
সখী সাথে এই পথে যাই আনন্দ-ধাম"।
আনন্দ-ধাম নগর আছে কোথায় শুনিলে ?
বিষয় বনে কোন জনে এ সংবাদ দিলে ?
বলতে ছায়ার লাজে এবার মনটা না সরে ;
ছাড়েনা তায়, আবার সুধায়, চায় শুনিবারে।
সে বলে,—'সেই ধামের প্রভু পুরুষ জ্যোতির্ম্ময়,
কৃপাগুণে সেই কাননে হইলেন উদয় ;
অপরূপ এক জ্যোতির মাঝে দিলেন দরশন ;
জ্যোতির মাঝে মধুর ধ্বনি করিনু শ্রবণ ;
দেখাইয়ে অপরূপ রূপ নয়ন খুলিয়ে,
নিজ পরিচয় নিজেই আমায় গেছেন বলিয়ে।
তদবধি সেই চরণে সঁপেছি প্রাণে ;
করেছি পণ এই দেহ মন তাঁহার সন্ধানে।'
সুন্দরীকুল হেসেই আকুল, বলে,—"মন্দ নয়,
উদ্দেশেতে খড়ি পাতা, আলগোছে প্রণয়।"
তাদের দিকে ছায়া দেখে ঘৃণার নয়নে ;
এ যদি প্রেম একি ব্যাপার, এই ভাবে মনে।

এ নহে প্রেম, বুঝি আমায় ফেললো কি জালে;
সখী কজন কোথায় এখন রহিল ফেলে।
পুরীপতি কটাক্ষে চায়, সবাই নিরুত্তর ;
হেসে হেসে মিষ্টভাষে বলে ততঃপর,—
"একি লজ্জা এই বয়সে কেন পথিক বেশ ?
কুসুমের ভার সহেনা যার সেই দেহে এই ক্লেশ !
এই মকমলে যায় রাখিলে তবু ব্যথা পায়,
সেই চরণে এই ভ্রমণে কে বা পা বাড়ায় ?
ছাড় প্রয়াস সে বৃথা আশ, কিছুই পাবে না ;
আনন্দ-ধাম আছে এক নাম মনের কল্পনা ;
এ কুহকে পড়ে লোকে মরিছে ঘুরে ;
দেখে স্বপন করে ভ্রমণ খাটিয়ে মরে।
পেট গরমে মনের বিকার, স্বপন হয় কত ;
জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ-রতন দেখে নিয়ত।
চোখ বুঝলেত ধূয়াঁই দেখি ; কোথা জ্যোতির্ম্ময় ?
তোমার মত সরল পেলেই হন তিনি উদয়।
ঘুচাও ধনি ! মনের ধাঁধা, যেওনা মিছে ;
পাগল হয়ে বেড়াও ধেয়ে আলেয়ার পিছে।

পাবেইনাত আনন্দ-ধাম, শেষে এই হবে,
পেতে যদি এই ধরার সুখ সেটাও খোয়াবে।
এ কুল ও কুল দুকূল যাবে, শক্তি হবে ক্ষয় ;
ঘুরে ঘুরে নিরাশ-নীরে ডুবিবে নিশ্চয়।
এ সব কাজ কি তোমার সাজে ? ওই তনু সুন্দর
থাকবে কোথায় প্রেমে ফুটে ফুলটী মনোহর,
ওই চরণে প্রেমোদ্যানে কোথায় বেড়াবে,
অঙ্গ যষ্টি কোথায় সুখের শয্যায় রাখিবে,
কোমল দুটী বাহু-লতা কোথায় বিরলে,
সোহাগ-ভরে দুলবে সদা প্রণয়ীর গলে,
তানা কি রীত ! সব বিপরীত, একিলো ব্যাপার ?
শিশির দিয়ে ঘর ধুতে চাও কেন এ প্রকার?
মাকড়শার সুত কতই মজবুত, তাহার উপরে
দশজন বীরের বোঝা তুমি চাপাও কি করে ?
কষ্ট পেলে শেষ ফলটা যদি ফলিত,
একদিন তবু লোকে তোমায় যেতে বলিত ;
যখন জানি সে দিক ফাঁকি, তখন কোন প্রাণে;
ছাড়ি তোমায় যেতে তথায় ভুলে স্বপনে।

মূর্খ যারা, ভাবে তারা দেহে ক্লেশ দিলে,
প্রসন্ন হয় সেই জ্যোতির্ম্ময় শেষে মুখ মিলে।
দেহের অধিক আর কিছুই নাই, দেহেই পরম সুখ ;
এই বয়সে ভ্রমের বশে কেন তায় বিমুখ ?
জানিও সার, পুরী আমার মর্ত্ত্যে অতুলন ;
এ সুখ হতে শ্রেষ্ঠ সুখ নাই জানে সর্ব্বজন।
আছে সময় বুঝাও হৃদয়, থাক এই খানে ;
থাক ফুটে সাধের গোলাপ আমার বাগানে।
শেষ না হতে উঠলো ছায়া,চায় চলে যেতে ;
কোথা যাও সই বলে মায়া ধরিল হাতে।
পুরীপতি দ্রুতগতি আগুলে দ্বারে ;
ঘৃণার চক্ষে তায় কটাক্ষে ছায়া নেহারে।
দেও ছেড়ে দেও, মায়া তোমায় এইবার চিনেছি ;
এতই যতন যাহার কারণ এখন জেনেছি।
কি অভিপ্রায়, কেন আমায় নাহি দেও যেতে ?
সরম যার নাই আমি না চাই তথায় থাকিতে।
যার রসনা সরম পায় না, এত দূর বলে,
না জানি শেষ ধরে কি বেশ হেথায় থাকিলে।

পূরীপতি কয়,—"যুবতি! কেনই এত রোষ?
বুঝালে নীত কেন বিপরীত, কি আছে তায় দোষ?
ঘুরে ঘুরে মরবে কোথা ভ্রমের কারণে,
পথের শ্রম কি সহ্য হবে ও দুই চরণে?
ধরণীর সার পুরী আমার দেখ সুন্দরি!
বুঝাও হৃদয়, থাক হেথায় ঘর আলো করি।
যদি যাবে কেন তবে এধামে এলে?
ওই মোহন রূপ তবে এরূপ কেন দেখালে?
হৃদয় কেড়ে এ ধাম ছেড়ে কোথা যাইবে?
হয়ে বিমুখ এ হেন সুখ কোথা পাইবে?
তাইত বলি না যাও চলি, হেথা হও রাণী;
প্রেমে কিনে এ অধীনে রাখ স্বজনি!
ছাড়লো রোষ, হও পরিতোষ, এই সবার সনে
থাকবে সুখে, চল ধনি! আমার ভবনে।

না ফুরাতে তাহার কথা, ছায়া পুনরায়
মায়ায় ঠেলে, রোষে বলে—"ছাড়না আমায়;"
ছাড়ে না সে কেবল হাসে; ক্ষোভে সরমে
আন্দোলিত তরঙ্গিত, ছায়ার মরমে

বাঁধে কে আজ লোহার বর্ম্মে ! বুঝেছে নিশ্চয়
সে জাল কেটে সে যে উঠে তাত সহজ নয়।
জীবন মরণ করিয়ে পণ নামিছে রণে ;
অভিমানে ক্ষোভের বারি ঝরে নয়নে।
　পুরুষ কঠিন করুণা-হীন দেখে নয়ন-জল
দয়া না হয়, ফের তারে কয়,—"কারে দেখাও বল?
চোক রাঙ্গানি ঢের দেখেছি ; এ মাছের খেলা ;
ঘুরে ফিরে ধরা দিতে হয় শেষের বেলা।
চেয়ে দেখ ওই চাঁদের হাট, ওদের কতজন
প্রথম প্রথম নয়ন-বারি ফেলেছে এমন ;
প্রথম প্রথম আঁচড় কামড় এমনি করেছে ;
তোমার চেয়েও ভীষণ মূর্ত্তি প্রথম ধরেছে ;
শেষ কালে ত দিল ধরা, সেইত বশ হলো ;
চোক রাঙ্গানি আঁচড় কামড় কোথায় রহিল ?
তেমনি দশা তোমার হবে ;　কিছু দিন গেলে
তুলবে ঐ বাহুলতা জেনো এই গলে।
পান করে মোর প্রেমের সুরা মাতিবে যখন,
জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ ভেগে পালাবে তখন।

রখে দেও তেজ, ঢের দেখিছি ; এ হাত ছাড়ায়ে
াইবে যে আজিও সে জন্মেনি মেয়ে।
যেন যমদূত দেখ মজবুত পাঁচ সেনাপতি ;
তামায় জোরে লবে ধরে শুন যুবতি !
জোর জবরে কি কাজ করে লক্ষ্মীটি হয়ে
আমার সনে চল যানে সুখের আলয়ে।
হাসিয়ে তায় ধরিতে চায় ; ছায়া রোষ ভরে
তার নয়নে এমনি নয়ন ফেলে সজোরে,
উঠেছিল হাত খানা তার, শিহরি ভয়ে,
ওঝার ফুঁয়ে অহির মতন গেল গুটায়ে।
ছায়ার এবার ধৈর্য্য নাই আর, এমন যে মেয়ে,
সিংহীর সমান হয় বলবান এই আঘাত পেয়ে।
মনে উঠছে সকল কথা, কি সুখ পায় ঠেলে,
কার উদ্দেশে এই বিদেশে এসেছে চলে,
কি আদর তার ছিল ঘরে, ছিল কি স্বাধীন,
চোক রাঙয়ে কয়নি কথা কেহ একটি দিন।
তার প্রাণে কি এতই সহে ? তারে জোর করি
পাপের পুরে কয়েদ করে, রাখিবে ধরি।

কোপের বশে ভুলেছে সে পুরুষ ছয়জনে ;
ছয় জনে ছয় শিয়াল কুকুর মনেতে গণে।
বলে ;—'কি কও, লজ্জিত না হও, রাখিবে জোরে ?
নারী তেমন এদের মতন ভেবনা মোরে।
বল বৃথা জোরের কথা, আমি না ডরাই ;
আমার দেহ স্পর্শে কেহ হেন সাধ্য নাই।
ভ্রমের বশে এদেশে না যদি আসিতাম,
লোকের কথায় যদি হেথায় নাহি পশিতাম ;
তোমার মত প্রবঞ্চক, শঠ, প্রতারক জনে,
আজ অপমান করিত কি আমায় এমনে ?
দিলে কষ্ট তাই যথেষ্ট, তাতে তুষ্ট নও ;
শেষে জোরে ধরে মোরে ঘরে রাখতে চাও।
এমনি পাপে মতি যাহার জানি সে জনা,
শুনিয়ে নাম আনন্দ-ধাম বলবে কল্পনা।
নয়ন মুদলে দেখ ধোঁয়া, বিচিত্র তা নয়
পাপের সেবায় দিন কেটে যায়, মলিন যার হৃদয়,
হৃদয়-কুণ্ডে পাপ কুয়াসা উঠছে যে জনার,
পাপেই মতি, পাপেই রতি, যাহার কল্পনার,

হাড়ে হাড়ে পাপ বসেছে, পাপের সেবনে
দেহের কান্তি মনের শান্তি খোয়ায় যে জনে,
সে যদি না ধোঁয়াই দেখে নয়ন মুদিলে,
আনন্দ-ধাম থাকে না দাম আর ধরাতলে।
দেহের অধিক পাওনা কিছু? কাদায় নিয়ত
শূকর লোটায়, পাখী খেলায় আকাশে কত;
সূর্য্যালোকে মনের সুখে তারা বিহরে;
তরল কিরণ, বিমল পবন, সুখে পান করে;
যদি পাখী বলে ডাকি পবিত্র সে স্থান,
শূকর বলে কল্পনা সে, নয় কাদার সমান।
জ্ঞান কেবল এই দেহটা; দেহেরই সেবন,
এই দেহটাই জগত তোমার, দেহেই বিচরণ;
খুলবে কিসে জ্ঞানের আঁখি, তত্ত্ব দেখিবে,
দেহের অধিক আর যা আছে, তার কি বুঝিবে?
লাজে মরি সইতে নারি তুমি বোঝাও নীত;
প্রবঞ্চক কয় প্রেমের কথা, সকল বিপরীত!
একি ধৃষ্ট পুরুষ নষ্ট, রমণী পেয়ে,
জোর জবরে, রাখবে ঘরে, ভয় দেখায়ে।

ধরবে জোরে? দাঁড়ালাম এই, কোন পুরুষ আছে,
ছুঁক দেখি এই মাথার কেশ, আসুক মোর কাছে।
এই বলে সে সবার মাঝে দাঁড়ায় জোর করে ;
একি কঠোর প্রতিজ্ঞা ঘোর দেখি অধরে !
ডান হাতেতে বাম প্রকোষ্ঠ সুদৃঢ় ধরি,
পাষাণ সমান গৃহের মাঝে দাঁড়ায় সুন্দরী।
একি গো ! সেই ননির পুতুল, সেই কাঁচা মেয়ে,
ছটা পুরুষ হয় কাপুরুষ তার তাড়া খেয়ে।
কোথা বা পাঁচ সেনাপতি ঝাটার মত গোঁপ,
হৃৎকন্দরে থর থর করে, দেখে মেয়ের কোপ।
সুন্দরীদের হাসি খুসি উড়িয়ে গেছে ;
নূতন ভাবে, কি প্রভাবে যেন ঘিরেছে।
লেগেছে তাক্ হয়ে অবাক এ ওর মুখে চায় ;
সাবাস মেয়ে বলে যেন ছায়াকে বাড়ায়।
ক্ষণেক তারা দিশে-হারা শেষে প্রথম জন,
কঠোর ভাষে তায় সম্ভাষে করিয়ে তর্জ্জন।
যতই বলে, তার গলার স্বর চড়িয়ে উঠে ;
কর্কশ স্বরে বধির করে যেন ঘর ফাটে।

বলে,—“একে জেঠার জ্বালায় ইচ্ছা হয় পালাই,
জেঠার অধম মেয়ে জেঠা এবড় বালাই।
মেয়ে বলে সই সকলে, ভাগ্যি মান না ?
পুঁটী মাছের পরাণ তোমার তুমি জান না ?
আঙ্গুলের টিপ দিলেই নিকেষ ; সব জারি জুরী
ঘুচে যাবে, দেখতে পাবে কতই বল ধরি।
কি বলবো নাই অনুমতি, তা নাহি হলে,
তিনটী চড়ে সোজা করে দিতাম কোন কালে ;
সুখে থাকতে কিলায় ভূতে, যাচিয়ে দুঃখ পাও ;
দেখবো আজি সেই ভবনে যাও কি নাহি যাও।
বাঘে যেমন হরিণ ছানা লয় মুখে করে,
ফেলবো তথায়, সেরূপ তোমায়, টুঁটিটী ধরে।
দ্বিতীয় যে নরম লোক সে ; সে বলে,—জোর নয়,
শুন ধনি ! আমার বাণী বুঝায়ে হৃদয় ?
হাতের লক্ষ্মী পায়ে কেন দিতেছ ঠেলে ?
ধরণীর সার এমন সম্পদ কেন যাও ফেলে ?
তৃতীয় কয়,—কেবল তা নয়, এইত সুখের সার ;
আর সকলি মনের ধাঁধা কল্পনার বিকার !

চতুর্থ কয়,—"একি কাণ্ড দেখে পাই লাজে,
পথে পথে ঘোরা কাজটা তোমায় কি সাজে ?
বড় ঘরের মেয়ে তুমি রূপেতেই প্রকাশ,
উচ্চ হয়ে নীচে রুচি একি সর্ব্বনাশ !
পঞ্চম বলে,—নারীদলে দেখ চৌদিকে,
দেখ দেখি সকলে কি সুখেতেই থাকে।
তোমার ধারে যেতে নারে রূপে বা গুণে ;
তবু দেখ কি সুখে কাল কাটায় জীবনে।
হাত বাড়ালে যে ফল মিলে অপরে তা খায় ;
হাতে তুলে যদি দিলে ফেলিয়ে দাও তায়।
বুঝিনা এ কিরূপ বিচার, একি মতির ভ্রম ?
পায়ের ধুলা উঠে মাথায়, তাতে নাই সরম।
পুরীর রাজা বাঘের মত বেড়ায় সে ঘরে ;
ছায়ায় কোথায় রাখবে কয়েদ মনে ঠাহরে।
এমনি তার রূপের ফাঁদে পড়েছে তার মন,
হবে ছারখার তাও সে স্বীকার, এমনি কঠিন পণ
শেষে বলে,—কেন মাথা বকাও সকলে,
মরণ বুদ্ধি ঘটে যাহার কি ফল বুঝালে ?

বলবার যাহা বলেছি তা, এখন হৃদয়ে,
বুঝে দেখ যাবে কি না আমার আলয়ে।
ছায়ার মুখে কথাটী নাই, সেদিক না হেরে ;
ঘৃণা দারুণ পেতে আসন বসি অধরে।
অনিমেষে চাহিয়ে সে আছে কোন দিকে ;
দুই নয়নে কি এক আগুণ যেন ঝলকে !
হাত দুটী সেই দৃঢ় বাঁধা, মুখখানি মুদে ;
শ্বেত পাথরের মূর্ত্তি যেন রেখেছে খুদে।
কেউ নড়েনা, কেউ চড়েনা, সকলেই নীরব ;
সেই মেয়েটার পরাক্রমে সবাই পরাভব !
ক্রমে সময়, গতই যে হয় ; শেষে ভূপতি,
জোরে ধরে নিবার তরে দেয় অনুমতি।
উঠিল পাঁচ সেনাপতি, বাঁধিছে কোমর ;
নারী কুলে মায়ায় ঠেলে, বলে,—'বারণ কর'।
এদিকে ওই ছায়ার নয়ন গেল মুদিয়ে ;
হাতের বন্ধন শিথিল হলো, উঠলো হৃদয়ে ;
হাত দুখানি হৃদয়পরে বাঁধে অঞ্জলি ;
সে উগ্রভাব দেখি অভাব, কোথা যায় চলি ;

দুই নয়নে জল-ধারা ক্রমেতে গড়ায়;
দুই কপোলে সে দুই ধারা দেখ বয়ে যায়।
ফুটলো কণ্ঠে মধুর সংগীত কাঁপায়ে সে ঘর;
মোহন স্বরে চেতন হরে, সবাই নিরুত্তর;
কোমর যেজন বাঁধছিল সে সেই বসন ধরি
একই স্থানে দাঁড়য়ে শুনে স্বরের লহরী;
গায়ের কাপড় খুলছিল যে সেই খানি হাতে
একই ভাবে সেজন ডোবে স্বরের সুধাতে;
দুই রঙ্গিণী কানাকানি শিরটী হেলায়ে,
হেলান শির সেই ভাবেই স্থির, গেল তলায়ে।
এ ঘর হতে ও ঘর যেতে দুঘরে দুই পা
যে দিয়েছে, তেমনি আছে, নড়তে পারে না;
ছায়ার সে গান হরিল প্রাণ, হৃদয়ে পশে
করে তন্ময়, কি যেন হয়, জাগায় কিরসে।

সঙ্গীত।

রাগিণী দেশসিন্ধু—তাল ঠুংরি।

এ ঘোর দুর্দ্দিনে আজি কোথা প্রভু রহিলে?
গতি আর যে দেখি না তুমি নহিলে।

সপেঁছি জীবন তোমারি শ্রীপদে,
বরিয়ে লয়েছি তাই যে বিপদে,
কেবা চাহে তুমি না প্রভু চাহিলে।
ঘোর ঘন-ঘটা গগণে গ্রাসিছে,
কাল-বায়ু যেন ডাকিয়া আসিছে,
যাইবা অতলে সে বায়ু বহিলে ;
তাই যে পরাণ কাঁপিছে তরাসে,
পূরিছে জীবন গভীর নিরাশে,
রাখ রাখ প্রভু হে ডুবি না হলে।

একবার গেয়ে আবার ফিরে ধরেছে যেমন,
উঠিল রোল, দ্বারে কি গোল ! যেন কত জন
বলে এই এই, এই বাড়ী সেই, ওই যে সখী গায় ;
বলে দ্বারে পশে জোরে, কে রোধে কাহায়।
দ্বারে ঘোর রণ, দ্বার রক্ষী জন রুধিতে নারে ;
করে মার মার হয় আগুসার তারা সেই ঘরে।
কি হয় কি হয় জানতে সময় এরা না পেতে,
খুলে অসি আট জন আসি পশে ঘরেতে।

সবার আগে ধায় সাধনা, করে তার অসি,
দ্বারের রণে কবরী তার পড়েছে খসি ;
চোক দুটো তার যেন তারা জ্বলে অনলে ;
বীর প্রতাপে সে ঘর কাঁপে সভয় সকলে।
‘এই যে’—বলে ছায়ার হাতখান ধরে বাম করে ;
আর সরোষে আশে পাশে সবায় নেহারে।
সাধনার আজ ভীমা মূর্ত্তি, নেমেছে রণে ;
যা হয় একটা করে যাবে প্রতিজ্ঞা মনে।
তিন জন নূতন পুরুষ "বিবেক," "বৈরাগ্য" "সংযম
শেষ জনার কি ভীষণ মূর্ত্তি ! কিবা তার বিক্রম।
একেবারে সিংহের স্বরে দেখ গর্জ্জিয়ে
পুরীর রাজার কেশের গোছা ধরে লাফ দিয়ে।
বলে,—অধম ! এই কি তোর কাজ, কুসুম-নিন্দি
পবিত্র যার রূপের শোভা, না হয় তুলিত ;
সরল প্রাণে কালির রেখা পড়েনি যাহার ;
এই বয়সে প্রেমের বশে ছেড়েছে সংসার,
এই কি তোর কাজ, তায় ছলনা, হাঁরে দুরাশয় !
এত নারীর জীবন হরি তৃপ্ত নয় হৃদয় ?

কাম-পুরী বা প্রলোভন।

তিন জন বেড়াই তোর নগরের চৌদিকে ফিরে,
না জানি কোন নারী কখন পড়ে তোর করে ;
বারে বারে যাও এড়ায়ে, হাতেতে না পাই ;
আজ পূরিবে সেই মনের আশ, ঘুচাব বালাই।
দুখানা আজ দেহ তোমার আমার অসিতে ;
আর হবে না জেন তোমায় ধরায় বসিতে।
তোলে অসি ; সব রূপসী কাঁদিয়ে উঠে ;
কে কোথায় যায়, কোথায় লুকায়, পলায় সব ছুটে
অমনি পাঁচ সেনাপতি ছুটে আসিয়া
পাঁচ জনে তায়, পাঁচ দিক হতে ধরে কসিয়া।
সংযমের কি বিপুল বিক্রম, সিংহনাদ করি
শরীর ঝাড়ে, দূরে পড়ে, কে রাখে ধরি।
"বিবেক," "বিনয়," "বৈরাগ্য" এই পুরুষ তিন জনে
বাঁচাতে তায় ছুটিয়া যায়, নামিল রণে।
বাজিল রণ, পড়ে ঠন ঠন অসি অসিতে ;
শ্রদ্ধা ছায়ায় ধরে সবায়, বলে বসিতে।
সাধনা তার হাত ছাড়ে না, বলে,—"কামনা"
পাশের ঘরে, ওই যায় সরে দুষ্ট "ছলনা" ;

আন ধরিয়ে, নাক কাটিয়ে দে তার প্রতিফল ;
"মায়া" বুঝি লুকাল ওই দেখ না খাটের তল ;
দেখ "শোচনা" যেন যায় না, আন ধরে আন ;
সাজা গোজা করবো বাহির, কাটিব নাক কাণ !
এ দিকে রণ চলে ভীষণ, শেষে পাঁচ জনে
হয় আহত, যুজ্‌বে কত, হারিল রণে।
পড়লো তারা, রুধির-ধারা বহিল ঘরে ;
ছাড়িয়া রণ পুরুষ তিন জন তোলে সত্বরে।
সংযমের হাত রাজার কেশে, ছাড়ে নাই মুটী ;
মুখটা তাহার ধরায় ঘষে, হয় ঝুটা-পুটী।
কবে বা তার ছিল পৌরুষ, কাঁপে সে ভয়ে ;
হয়ে কাতর যুড়ি দুই কর যাচে অভয়ে।
সংযম বলে তা হবে না, উঁহার চরণে
মার্জ্জনা চাও, মাপ যদি পাও রাখবো জীবনে।
ছায়ার পায়ে পড়লো গিয়ে, বলে—বন্দিতে !
তোমার হাতে জীবন মরণ পার রাখিতে।
মেনেছি হার, পায়ে তোমার পড়িয়ে যাচি ;
করেছি পাপ, করলো মাপ, বাঁচাও ত বাঁচি।

দেখে ছায়ার কৃপার সঞ্চার, ধারা নয়নে,
দেও ছেড়ে দেও বলিয়ে মাপ করে সেই জনে।
সংযম বলে বেঁধে তোমায় হেথা যাই ফেলে,
পূরীর পতি তার দুর্গতি দেখুক সকলে।
বলি তারে কঠিন করে পিঠে বাঁধিল ;
সেই গৃহেতে এক ভিতে ফেলে রাখিল।
"ছলনা" আর "মায়ায়" ধরে এনে ছায়ার পায় ;
বিনয় করে কর যোড়ে মার্জ্জনা চাওয়ায়।
সতীর উদ্ধার হল এই বার, নিবিল অনল ;
কাঁচা সোণা ওই দেখনা তাতে কি উজ্জ্বল !
সে কয় জনে ছায়া-ধনে আবার লয়ে যায় ;
সেই রেতেতে সে দেশ হতে তাহারা পলায় !

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পরিণয়।

কিরাত্রি পোহায় আজ, আজ ছায়াধনে
চলিবার নাহিক শকতি ;
তাই তারে অশ্বোপরে তুলিয়া কজনে ;
ধীরে ধীরে যায় মৃদুগতি।

শীত অন্তে সুবসন্তে যথা সুখোদয়,
আজ নিশি সেরূপ পোহায় ;
দুৰ্দ্দিন আঁধারে আজ রবির উদয়,
সাজে ধরা নূতন শোভায়।

অবসন্ন তনু আজ ; কথাটী কহিতে
প্রাণে যেন বাজিতেছে ক্লেশ ;
তবু ছায়া চলে দেখ হরষিত চিতে,
মুখে নাহি বিষাদের লেশ।

ব্যাধ-পাশ হতে মৃগী যায় পলাইয়া,
এখনো যে ধুঁকিছে হৃদয় ;
সে বিষাদে অবসাদে শরীর ভাঙ্গিয়া
পড়ে, তবু প্রাণ ম্লান নয়।

সম্মুখে বিচিত্র গিরি "আশা-শৈল" নাম,
ঊষালোকে দেখায় সুন্দর ;
শুনেছে লোকের মুখে, অপূর্ব্ব সে ধাম,
দেখে শোভা প্রফুল্ল অন্তর।

কথায় কথায় তারা উঠিছে ভূধরে,
প্রাণ মন সবার মোহিত ;
সে শোভা পরশে যেন সর্ব্বাঙ্গ শিহরে,
দেহ মন দুই প্রফুল্লিত।

পশে তারা গিরি কুঞ্জে ; সে গিরি-কান্তার
কি সুন্দর যাই বলিহারি ;
চির নির্জ্জনতা তথা ; যেন সে আগার
হইয়াছে কারণে তাহারি।

নির্জ্জনে—নির্জ্জনে—ঘোর গভীর নির্জ্জনে,
নির্ঝরিণী গাইছে যথায় ;
উপলে শৈবাল-শয্যা পাতিয়া গোপনে,
তাতে শুয়ে প্রকৃতি ঘুমায়।

প্রকৃতির কন্যা দুটী "শান্তি" "পবিত্রতা,"
ভোরে ভোরে উঠে ত্বরা করি,
কোমল কোমল হাতে কি এক মিষ্টতা
মাখাইছে জল-স্থলোপরি।

পশিছে অরুণ-দীপ্তি ঘন কুঞ্জ বনে,
নেত্র-দ্বারে পাখীর লাগিছে ;
কাঁপাইয়া কণ্ঠস্বরে সে কুঞ্জ-ভবনে,
ওই দেখ তাহারা জাগিছে।

অযত্ন-সম্ভূত ফুল ফুটেছে কোথায়,
বায়ু তার পূরিছে সুবাসে ;
গুণ গুণ বর শুধু কাণে শোনা যায় ;
অলি, কোথা উড়িছে উল্লাসে।

তরল তপানালোক পড়ি গিরি-শিরে,
আধা তনু করিছে উজ্জ্বল ;
আধা আবরিত ছায়ে, নিশির শিশিরে ;
ভিজা ভিজা কোমল কোমল।

দেখিতে দেখিতে তারা উঠিল শিখরে,
উপত্যকা চৌদিকে বিস্তার ;
দরশনে সেই শোভা মন প্রাণ হরে ;
কি আনন্দ রসের সঞ্চার।

লোকে বলে সে শিখরে দাঁড়ায়ে দেখিলে,
দেখা যায় সে আনন্দ-ধাম ;
তাই তারা এক দৃষ্টে চায় কুতূহলে,
নেত্রে যেন পড়েনা বিরাম।

ওই—ওই—সেই—সেই—যদি একজন,
দেখে, অন্যে পায়না দেখিতে ;
মুহূর্ত্তেকে জ্যোতি যেন হয় দরশন,
নিবে চায় আবার চকিতে।

উঠিল আনন্দ-ধ্বনি; পড়িয়া ধরায়
প্রণমিছে দেখ যাত্রী দলে;
ছায়ার নয়ন দেখ প্রফুল্ল আশায়;
প্রেম-ধারা বহে গণ্ডস্থলে।

সেদিন যাপিল তারা সেই গিরি তলে,
খায় দায় পথ-শ্রম হরে;
দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা আসিল অচলে;
ডুবাইল ক্রমে চরাচরে।

সন্ধ্যাতে গুহার দ্বারে জ্বালিল অনল,
সে গুহার অন্ধকার হরে;
ধক্ ধক্ জ্বলে বহ্নি, বায়ু সুশীতল
তার সনে আসি ক্রীড়া করে।

বাহিরে আগুণ জ্বলে, অন্তরে সবার
প্রেমাগুণ আজিকে জ্বলেছে;
হৃদয়ে উথলে যেন ভাব-পারাবার;
হৃদি-পিণ্ড আজিকে গলেছে।

আনন্দ আবেগ যেন নারে সম্বরিতে,
গলা ছেড়ে গাইছে কামনা ;
গুহা-মাঝে প্রতিধ্বনি হইছে ধ্বনিতে ;
গানে সুর দিতেছে সাধনা।

শ্রদ্ধা সতী ছায়াধনে হৃদয়ে লইয়া,
চুলগুলি ধীরে গুছাইছে ;
ছায়াময়ী ভাব রসে যায় তলাইয়া ;
তল যেন খুঁজে না পাইছে।

হেন যে শোচনা ম্লান, যে কভু হাসে না,
তারো মুখ উৎসাহে ফুটেছে ;
আজিকে একাকী আর দূরেতে বসে না ;
সেই সনে আজ সে যুটেছে।

ক্রমেই বাড়িল রাতি ; নিদ্রা নেত্র-দ্বারে
ধীরে ধীরে আসিল সবার ;
নারী দল পাতে শয্যা সে গুহা-আগারে,
পুরুষেরা রক্ষা করে দ্বার।

চারি জনে পালা করে তারা নিশি জাগে;
অপরেরা অঘোরে ঘুমায়;
ক্রমে রাত্রি গত; ঊষা দেখ অনুরাগে
গিরি-শৃঙ্গে আসিয়া দাঁড়ায়।

উঠিল সে যাত্রী দল জয় জয় রবে,
সুনিদ্রায় সুস্থ দেহ মন;
ধরিল পথিক বেশ, বাহিরিল সবে;
গিরি ছাড়ি করিছে গমন।

আজ যেন ত্বরা নাই, বসে দাঁড়াইয়ে
দেখে শুনে চলেছে সকলে;
হৃদয় না যেতে চায় সে শোভা ছাড়িয়ে,
তাই যেন ধীরে ধীরে চলে।

বেঁকে চুরে গেছে পথ; কোথা বা কাননে
পশিয়াছে, গিয়াছে লুকায়ে;
কোথা বা গিয়াছে নেমে উপত্যকা-পানে;
শেষে গেছে প্রান্তরে মিশায়ে।

এরূপে নামিছে তারা, চলে পায় পায়,
কত পথ ছাড়ায়ে চলিল ;
অবশেষে নদী এক দেখিবারে পায়,
তার কূলে আসি দাঁড়াইল।

সে বড় ভীষণ নদী, খরতর বেগে
জলরাশি ছুটিছে গর্জ্জনে ;
বুঝিবা পাষাণ দৃঢ় সেই জলে লেগে
খান খান হয় সেই ক্ষণে।

জলের বিক্রম কিবা ! হয়ে চক্রাকার,
জলরাশি কোথাও ঘুরিছে ;
সে মুখে পড়িলে তরি নাহিক নিস্তার,
কত তরি এরূপে মরিছে।

দিন রাত্রি ধূপ্ ধাপ্ ভেঙ্গে পড়ে পাড়,
ভেসে যায় নগর বাজার।
গুঁড়া হয়ে চলে যায় বুঝি বা পাহাড়,
সে জলের এমনি আকার।

নামেতে "নিরাশ-নীর" সেই ঘোর নদী;
পর পার যায়নাক দেখা ;
আকাশ প্রসন্ন থাকে কোন দিন যদি,
গাছ্ পালা দেখি রেখা রেখা !

আবার তাহাতে এক রকম কোয়াসা
দেখা যায় যখন তখন ;
এই আছে পরিষ্কার, আসিয়া সহসা,
চারিদিক করে আচ্ছাদন।

লোকে বলে সে কোয়াসা নামেতে "সংশয়",
এসে যদি একবার লাগে ;
ছাড়িবে যে কবে তার নাহিক নিশ্চয়,
দিন যায় তবু নাহি ভাগে।

নদীর আকার দেখে ছায়ার কাঁপিল পরাণ ;
সেই দুস্তরে কিসে তরে করে সেই ধ্যান।
কয় কামনা,—দেখ সাধনা ! নদী ভয়ঙ্কর ;
এ নদী পার হওয়াই যে ভার, দেখেই লাগে ডর।

সাধনা যে শক্ত এত সেও চিন্তিত ;
জলের গর্জ্জন করে শ্রবণ প্রাণ চমকিত।
"বিবেক" "সংযম" তারা দুজন, পাকা কাণ্ডারী,
কতবার যে হয়েছে পার সংখ্যা নাই তারি।
তারা বলে,—ভয় কি আছে এ সব পথ জানি,
তুলবো ঠেলে হেসে খেলে বিপদ না মানি।
এহতে তেজ জলের কত আমরা দেখেছি ;
ঘোর তুফানে মাঝের গাঙে তরি রেখেছি ;
ভাবনা নাই, নাহি ডরাই, যাইব বেয়ে ;
দিন থাকিতে সেই ধামেতে দিব পৌঁছিয়ে।
ভাবনা কেবল তোমরা দুর্ব্বল কজনা নারী,
পারিবে কি যেতে বেয়ে সবে দাঁড় ধরি ?
সে ধামের এই নিয়ম আছে, আপনি বেয়ে
যে নাহি যায়, উঠতে না পায় আর সে আলয়ে।
সাধনা কয়,—বিষয়-বনে আমরা সকলে,
প্রায় প্রতিদিন নৌকাতে বাচ্ বেড়াতাম খেলে ;
দাঁড় ধরাত অভ্যাস আছে, তাতে ডরি না,
পারব না যে টেনে যেতে সে ভয় করি না ;

কিন্তু এযে বিষম নদী দেখেই লাগে ভয়,
এখানে দাঁড় ধরে বসা সহজ কর্ম্ম নয়।
বিবেক বলে,—ধরিয়া হাল আমি দাঁড়াব ;
তরি খুলে স্রোতের বলে ভাসিয়া যাব।
দাঁড় ধরা কি কঠিন কাজটা, নিজেরি টানে
তীরের মত ছুটবে তরি সেই নগর পানে।
তোমরা কেবল ধরিয়ে দাঁড় বসে থাকিবে,
যোগেযাগে নৌকাখানা সোজা রাখিবে।
তাহার কথায় সংযমের সায়, কাজেই সকলে
তাদের সনে চিন্তিত মনে আগেতে চলে।
কিছু দূরে নদীর পারে শুনে মহা গোল,
হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি সে কি বিষম রোল।
বুঝলো তারা সে পারের ঘাট, যাত্রী হয় জড় ;
কেউবা হাঁকে কেউবা ডাকে, তাতেই গোল বড়।
কামনা কয়,—ওইযে বোধ হয়, পারের ঘাট যেন ;
যাত্রী যুটে, ওথায় ছুটে চলনা কেন ?
বিবেক বলে,—ওঘাট জানি, আছে ও অনেক না ;
কি কাজ গিয়ে ? সে সব নায়ে উঠাই হবে না।

ছায়া বলে,—কি দোষ গেলে ? পারি দেখিতে,
জোর করেত কেউ কাহারে পারে না নিতে।
মন যদি হয় উঠবো তাহায়, না হয় থাকিব ;
শেষে তরি নিজেই করি যাত্রা করিব।
  কথায় কথায় তাহারা যায়, গিয়ে নিকটে
ছোট বড় নৌকা কত দেখিল ঘাটে।
এক এক নায়ের এক এক রূপ রং দাঁড়ির নূতন সাজ ;
নানা দেশের নানা রুচি, নানা রকম কাজ।
কোনো দাঁড়ির গৈরিক বসন, নামেতে "শ্রমণ" ;
কোনো দাঁড়ির মাথায় টিকী, নামেতে "ব্রাহ্মণ" ;
কেহ মুল্লা বলে আল্লা, মস্ত তার দাড়ি ;
যাত্রী উঠতে সয়না দেরি জোরেই লয় কাড়ি।
সভ্য ধরণ মাঝি কয়জন, নামে "পাদরী",
কেবল চেঁচায়,—'আয় চলে আয় কে যাবি তরি'।
সকল দাঁড়ির হাতে কেতাব ; বলে তার ভিতর
লেখা আছে পথের কথা, মিলে সব খপর।
দলে দলে যাত্রী আসে ; দাঁড়ি যুটিয়ে
হুড়াহুড়ি কাড়াকাড়ি তাদিগে নিয়ে।

নাদিতে সায় কেড়ে নে যায় হাতের গাঁটরি ;
অন্য দাঁড়ি দেয়না ছাড়ি টানে তাই ধরি।
এমনি বিষম টানাটানি, এমনি কলরব,
ভাবতে সময় কেউ নাহি পায়, উঠে যাত্রি সব।
ছোট বড় নৌকা আরও রহেছে তথায় ;
কে যাবি আয় আনন্দ-ধাম বলিয়া চেঁচায়।
ব্রাহ্মণ যারা রোগা তারা, টানিতে নারে ;
চেনা চেনা লোক গুলি সব বেছে পার করে।
অন্য যারা, সবাই তারা বেঁধেছে কোমর ;
যাত্রি ধরে চারি ধারে ঘুরছে নিরন্তর।
মানুষ নিয়ে নায়ে নায়ে হয় লাঠালাঠি,
গালাগালি, ঠেলাঠেলি, শেষ কাটাকাটি।
বিবেক বলে,—ঐ সকল না বড়ই দেখিতে ;
কিন্তু বিভ্রাট ঘটে পথে উহাতে যেতে।
একেত যায় চড়া ঘুরে, লাগে অনেক দিন ;
তার উপরে সে পুরীর সেই নিয়ম যে কঠিন ;
দুই প্রহর পথ থাকতে সবে সেই খানেই দাঁড়ায়,
যাত্রি লয়ে তীরের কাছে যাইতে না পায়।

সেখান হতে ছোট ছোট ডিঙ্গীতে করে,
নিজে বেয়ে উঠলো যারা, তারাই যায় পারে।
অনেক সময় এমনো হয়, লেগে চড়াতে
বসে কাদায়, হয় নিরুপায়, নারে নড়াতে।
না গেলে নয় যাদের তারা ছেড়ে সে নায়ে,
ছোট ছোট তরি লয়ে নিজেই যায় বেয়ে।
অপর যারা পড়ে তারা পথেই দিন কাটায় ;
আনন্দ-ধাম যেন সে নাম শেষে ভুলেই যায়।
যে পথে হয় বিপদ এত, কাজ কি সে পথে,
চল নিজের তরি খুলে যাই কোন মতে।
হলো তরি, পাঁচ সুন্দরী উঠিয়া বসে ;
বিবেক মাঝি দাড়ায় সাজি'হালে হরষে।
তিন জন পুরুষ তিন জন নারী বসে ছয় দাঁড়ি ;
স্রোতের আগে ছুটলো তারা, সুখে দেয় পাড়ি।
দিক প্রসন্ন, জল অনুকূল, তরি যায় ছুটে ;
ঝপাঝপ্ দাঁড় ফেলে চলে, জল যেন ফুটে ;
ছুটেছে জল করে কল কল, তার আগে তরি,
নদীর গায়ে ঢেউয়ে ঢেউয়ে খেলছে লহরী।

ছোট খাট নৌকা খানি তাতে ছয় দাঁড়ি ;
ওই তারা যায় তীরের বেগে সে সব দেশ ছাড়ি
যেন নেচে চলছে তরি, দুজন করিয়ে
মাঝে মাঝে দাঁড়টী রেখে আসে সরিয়ে।
আর দুজন যায় তাদের স্থানে, আনন্দে বসে ;
ঝপাঝপ্ দাঁড় ফেলে জলে মনের হরষে।
এরূপে যায় তারা দেখ গাইছে সারি ;
গেল বুঝি আনন্দ-ধাম ভাবনা কি তারি।
সারি গেয়ে চলে বেয়ে, গড়ায় তিন প্রহর ;
আকাশ কোণে ঐ দেখ মেঘ উঠিছে সুন্দর।
সুনীল বরণ মেঘখানি সে উঠে ঈশানে ;
বিবেক মাঝি কয়না কথা ভয় লাগে প্রাণে।
মেঘের বরণ অতি ভীষণ ; সে যে অনেক বার
দেখেছে সেই মেঘের গতি দাঁড়ায় কি প্রকার।
জানে সে বেশ সেই কাল মেঘ বাতাস তুলিবে ;
কিছু পরে সেই দুস্তরে তুফান উঠিবে।
সাধনা সে বড়ই চতুর, বুঝিল ঠারে ;
ঝড় কি আসে বলে ত্রাসে জিজ্ঞাসে তারে।

মিছে কেন ঢেকে রাখা, মিছে চোক ঠারা ;
দুদণ্ডেতে সকলেতে বুঝিল তারা।
হাঁউ মাউ কাঁউ করে উঠে নারী কয় জনে ;
বিবেক বলে আছে দেরি এত ভয় কেনে !
নেও বেয়ে নেও ওই যে চড়া, তথায় বাঁধিব ;
ওরি পাশে বেঁধে কসে নৌকা রাখিব।
সুন্দরী কুল কেঁদেই আকুল, কে শোনে বাণী ;
তাদের গোলে বুঝি তলে যায় তরি খানি।
সাধনা আজ একলা মেয়ে ত্রাসে না কাঁদে ;
টানবার তরে ভাল করে চুলগুলি বাঁধে ;
টেনে বলয় সবারে কয়,—দাঁড় ফেল কসে ;
এখনি গে লাগবে তরি ঐ চড়ার পাশে।
দাঁড় ছেড়না—দাঁড় ছেড়না—বিবেক ফুকারে ;
সে নব ঘন গভীর গর্জ্জন করে অম্বরে।
এক নিমেষে দশদিক গ্রাসে, বায়ুর হুহুঙ্কার ;
লম্ফ দিয়ে উঠলো নদী পরশ পেয়ে তার।
মেঘের গর্জ্জন, বায়ুর তর্জ্জন, বাজের কড়মড়ি;
আকাশ ফেটে হয় শত চির, ছিঁড়ে যায় পড়ি।

লাগলো তুফান, পাহাড় সমান তরঙ্গ ছুটে;
একটার ঘাড়ে আরটা চড়ে লাফায়ে উঠে।
নদীর ধারে হাঁ হাঁ করে ছুটছে লহরী;
পাড়ের গায়ে তাল ঠুকিছে, দেখে শিহরি।
বাপ্‌রে সেকি জলের দাপট! কি বিষম বিক্রম,
আছাড়িয়ে মারবে সবায় তারি উপক্রম।
দাঁড় ছেড়না—দাঁড় ছেড়না—বিবেক হাঁকিছে;
জোরের ভরে সেই দুস্তরে হালটা রাখিছে।
ক্রমে তরি লাগল চড়ায়, পুরুষ চার জনে
লাফয়ে পড়ি বাঁধে তরি কঠিন বন্ধনে।
একটার স্থানে পাঁচটা বাঁধন, তবু মনে লয়,
না থাকে বা সে সব বাঁধন শেষে বা কি হয়।
জলের ভঙ্গী দেখতে সাহস না হয় "কামনার",
হাত দিয়ে মুখ ঢেকে কাঁদে খোলেনাক আর।
শোচনার আজ এই তরাসে নেত্রে জল ঝরে;
বায়ুর দমক যতই বাড়ে ইষ্টের নাম করে।
ছায়া কাঁদে রেখে মাথা শ্রদ্ধার হৃদয়ে;
শ্রদ্ধা করে ওমা! ওমা! তারে জড়ায়ে।

সাধনার নাহি চক্ষে বারি, কিন্তু নহে স্থির ;
হায় কি হলো, সকল গেল বলিয়ে অধীর।
এদিগে ঝড় বাড়ছে ক্রমে ; পুরুষ কয় জনে
দাঁড়য়ে শীতে দাঁতে দাঁতে কাঁপে সঘনে।
"বিবেক" "সংযম" আছে সুস্থির ; তারা উভয়ে,
কিরূপ করি বাঁচায় তরি, আছে তাই লয়ে।
বিবেক বলে,—ভাবাই বৃথা করবার যা করি,
তারপরে যা হয় ঘটে ঘটবে, যা করেন হরি।
এ দিকে ঝড় বেড়েই চলে ; ওদিকে আঁধার ;
যমের ভগ্নী কাল যামিনী আসিছে এইবার।
সে দুস্তরে আসে সন্ধ্যা, মেঘের কামিনী ;
দুটীর রূপে মিলন দুটী, লুকায় মেদিনী।
ঘোর আঁধারে চৌদিক ঘেরে, নিবায় নয়নে ;
বায়ুর গম্ গম্ সে রব বিষম শুনি শ্রবণে।
থাকি থাকি চিকিমিকি বিজুলী খেলে ;
কি যে ভয়াল, সেই নদীর হাল, দেখায় সকলে।
ঝড় বাড়িছে, বাজ পড়িছে চড়ার চার পাশে,
ডাক ছাড়িয়ে উঠছে কেঁদে 'কামনা' ত্রাসে।

বলে,—হায় হায়! কি হয় উপায়, কেন বা এলাম;
ছিলাম ভাল সখীর কথা কেন শুনিলাম।
ছায়ার মুখে কথাটী নাই; ভাবিছে মনে
আনন্দ-ধাম যাত্রা তাহার ফুরায় সেই খানে।
সকল কথা উঠছে মনে, আজ যে নিরাশায়;
যতই ভাবে চাঁদ-মুখে তার অশ্রু বহে যায়।
ছেলেবেলার কথা সে সব, পিতার সেই সোহাগ,
উঠতে বসতে আদর কত, সে কি অনুরাগ!
সেই সকল তার সোণা দানা, সেই সুখের ভবন,
যাদের সনে খেলতো বনে, সে তার সখীগণ।
সব ছাড়িল যে আশাতে, আজি তা ফুরায়;
আজ বুঝি তার সুখের স্বপন সেই জলে মিশায়।
কাঁদছে তারা, হেথায় দেখ পবন ফিরিল;
দক্ষিণের মেঘ কেটে আকাশ ওই দেখা দিল।
পাল তুলে মেঘ চলে যেন পবনের ভরে;
দেখে তারা ফুটছে তারা দুই একটী করে।
প্রকৃতির যে হাসি কান্না ঠিক শিশুর মত;
এই যে ছিল মুখ খানা ভার, অশ্রু নিয়ত;

আবার দেখ উঠলো হেসে নিশি সুন্দরী ;
বসলো ধরায় ওই পুনরায় তারা-হার পরি।
বায়ুর হুঙ্কার না শুনি আর, থামিল তুফান ;
সে নিরাশ-নীর, আবার সুস্থির,সেই আগের সমান।
ক্ষিত্যপতেজমরুদ্ব্যোম যেন পাঁচ জনে,
পরেছিল ভয়ের মুখস ক্রীড়ার কারণে,
দেখ নারীর নয়নের নীর ভাঙ্গিল খেলা,
মুখস খুলে সবাই মিলে হাসে শেষ বেলা।
রেতের পাখী আবার ডাকে চড়ার ভিতরে ;
কে যে কোথায় যেন সুধায় তাই পরস্পরে।
সেই চড়াতেই রাতটা কাটে, সকলে ঘুমায় ;
চমকে চমকে উঠছে মেয়ে, স্বপনে ডরায়।
রাত পোহালে আবার নদী দেখে ভয়ঙ্কর,
চারদিকেতে ধু ধু করে যেন এক সাগর।
কোথায় বা সেই আনন্দ-ধাম, চিহ্ন না দেখি,
যত দূরে দৃষ্টি চলে জলই নিরখি।
আবার প্রাতে অকূল পথে তারা দেয় পাড়ি ;
হালের মাথায় বিবেক দাঁড়ায়, বসে ছয় দাঁড়ি।

নয় বিষণ্ণ, দিক প্রসন্ন, আনন্দে টানে ;
আবার বেগে ছুটলো তরি সেই নগর পানে !
হঠাৎ দেখ কি কালো ধূম দূর হতে আসে ;
জলের উপর, যেন গড়ায়, চারি দিক গ্রাসে
বিবেক বলে ঘোর কুয়াসা আসিল ঘিরে ;
থাম থাম টেননা দাঁড় এঘোর আঁধারে।
এযে বড় বিষম নদী তাই যেতে মানা ;
কোন পাকেতে পড়বে তরি নাহি ঠিকানা।
দাঁড় চাড়িয়ে রয় বসিয়ে ; কিন্তু সেই স্রোতে,
তরি যেন ঠিক থাকেনা, চায় ভেসে যেতে।
সে কুয়াসার স্বভাব আবার বিচিত্র এমন ;
বিষম গরম, রোধে তার দম, যায় যেন জীবন।
গায় লাগিলে গাত্র জ্বলে ; মাথায় পশিয়ে,
চিন্তার বিকার ঘটায় তাহার সকল ভুলায়ে।
যেই কুয়াসা লাগলো গায়ে, সে জ্বালা বিষম,
সবারি প্রাণ করে আকুল রোধে যেন দম।
ছায়া বকে পাগল পারা ; বলে,—'কার তরে ;
মরি বৃথা পড়ে হেথা আকুল সাগরে ?

দয়ার আধার শুনি নাম যাঁর, কই সে করুণা ;
তাহলে কি এই বিপদে সে জন দেখে না।
দমফেটে যায় মনের ক্ষোভে, কাঁদে অধীরে ;
বকছে যত, ঘিরছে তত ধূঁয়ায় প্রাচীরে।
সাধনা কয় সে কি সখি ! চক্ষে দেখিলে,
মধুর বাণী দুকান ভরি যাঁহার শুনিলে,
যাঁহার তরে ছাড়লে ঘরে, এলে বিদেশে,
যাঁহার তরে দেশদেশে যাও ভিকারীর বেশে,
যাঁহার তরে সহায় সম্পদ সকলি গেল,
যাঁহার তরে বৃদ্ধ পিতার হৃদয় ভাঙ্গিল ;
আজ যদি তাঁয় বল নিদয়, তবে এমনে
এ দুস্তরে মোসবারে আনিলে কেনে ?
ছায়ায় যেন ভাঙল স্বপন, সেই পরম জ্যোতি,
সুধা যিনি মধুর ধ্বনি, মোহন মূরতি,
উঠলো জেগে হৃদয় মাঝে ; লাজে সে মরে ;
সে ঘোর পাপে মনস্তাপে নেত্রে জল ঝরে।
দেখ হেথায় কাটিয়ে যায় ক্রমে ঘোর কুয়াস ;
খুলছে রবি অরুণ ছবি, ক্রমে দিক প্রকাশ ;

আবার তারা বসলো দাঁড়ে, টানে সঘনে ;
রাত না হতে উঠবে পারে প্রতিজ্ঞা মনে।
ঢলে যেন পড়লো রবি, ডুবিছে জলে ;
চড়া ছাড়ি উড়লো পাখি ওই দলে দলে।
রবির আভা পশে জলে ঝলমল করিছে ;
দিন অবসান, মাঝিরা গান দূরে ধরিছে।
ডুবলো রবি, বিবেক মাঝি হাঁকিছে হালে,
ঐ দেখা যায় আনন্দ-ধাম দেখ সকলে।
চমকে সবায় ফিরিয়ে চায়, দেখিল দূরে
জ্যোতির মাঝে অপূর্ব্ব এক পূরী বিহরে।
কি আলো সে বর্ণিবে কে ? নয় রবি শশী ;
নয় কোন তা ধরার আলো, সেই তেজো রাশি।
জমিতে মূল না দেখি তার, জ্বলে আকাশে ;
এক এক আলোর শতেক কিরণ ছোটে দশদিশে
চক্ষে পড়ে বিমল জ্যোতি জুড়ালো নয়ন ;
তার প্রভাবে কি এক ভাবে ডুবলো দেহ মন।
দরশনে ক্ষণে ক্ষণে তনু শিহরে,
যার যা ছিল ধরণীর ভাব, সকল লয় করে।

তীরের দিকে ছুটছে তরি ; ছায়ার হৃদয়ে
কি ভাব আসে, কে প্রকাশে ? পুরী দেখিয়ে
বোধ যেন হয় তাহার হৃদয় ডুবছে অতলে ;
হৃদয় হতে লুকায় ধরা, কোথায় যায় চলে।
দেখে তীরে তাদের তরে দাঁড়ায়ে কারা ;
ছায়া-হীন তনু তাদের আলোকে ঘেরা।
রূপ নিরমল সে কি উজ্জ্বল ! পুরুষ রমণী,
বেড়ায় কত অবিরত কেমনে গণি ?
জ্যোতি ফুটে সদাই ছুটে ; দাঁড়ায় যেখানে,
জ্যোতির মণ্ডল এক সুবিমল দেখি সেইখানে।
পূর্ণ প্রীতি পূর্ণ সন্তোষ যদি প্রাণে রয়,
তাহার আভায় স্বাস্থ্যের প্রভায় মুখটী যেরূপ হয়,
সেই সে প্রভায় ফুটে আছে তাদের মুখ গুলি ;
দেখে সে ভাব ধরণীর ভাব কোথা যায় চলি।
ঘাটের কাছে লাগছে তরি ; দেখ অমনি
আলোর মাঝে উঠলো কোথায় সুমধুর ধ্বনি।
স মধুর তান, নয় ধরার গান, কি যেন করে ;
অপূর্ব্ব ভাব, কি এক প্রভাব যেন সঞ্চারে।

লাগলো তরি ; তিন সুন্দরী ঘাটে দাঁড়ায়ে ;
করছে মানা প্রথম জনা হাতটী বাড়ায়ে।
মরি তার কি বিমল রূপটী, নাম "পবিত্রতা" ;
শান্ত দৃষ্টি যেন বৃষ্টি করছে সাধুতা !
চির-সন্তোষ মাখা মুখে ; সে তার বদনে
একটী যেন কালির রেখা হয় নি জীবনে।
বাম করে তার পুণ্য-কলস, বাহুতে বসন ;
মৃদু হেসে মধুর ভাষে বলিল সে জন ;—
দাঁড়াও দাঁড়াও, পা না বাড়াও, তায় ধরার ধুলি ;
এই জল দিয়ে আগে ধুয়ে ফেল সেই গুলি।
ধরার ধুলা আছে যার গায়, সে সব ঐ জলে
দাও ফেলে দাও, জন্মের মত যাক সে অতলে।
ধরার বসন, ধরার ভূষণ আছেত কাছে ;
দাও ফেলে দাও নিরাশ-নীরে যা কিছু আছে।
আর জবাব নাই, উঠলো সবাই, যার যাহা ছিল,
এক এক করে নিরাশ-নীরে সকল ফেলিল !
ছায়াময়ীর সোণার অঙ্গ খালি হয়ে যায় ;
খুলে ভূষণ প্রসন্ন-মন ওই সে ফেলে দেয়।

সে ছিল যে ধনীর মেয়ে, কি তার না ছিল ?
আস্‌বার কালে পথের সম্বল অনেক আনিল ;
এক এক করে নিরাশ-নীরে ওই তা ফেলিছে।
হাত দুখানির বলয় দেখ শেষে খুলিছে ;
পারেনা সে, তাই শ্রদ্ধা সে দিতেছে খুলে ;
হাত দুখানি হলো বোঁচা, ওই দিল ফেলে।
ফেলা হলো বসন ভূষণ ; কয় সে কামিনী,—
করি জল সেক, হও অভিষেক, বসো ভগিনি !
ছায়া বসে, সে হরষে ঢালে পুণ্য-নীর ;
পেয়ে সে জল সে কি উজ্জ্বল হয় ছায়ার শরীর !
জ্যোতির কণা ফুটছে দেহে ; আলোক মণ্ডলে
দেখ উজ্জ্বল রূপ নিরমল ঘেরিয়া ফেলে।
ধরার কালি ধুয়ে গেল ; সে ধুলির রেখা
চাঁদ মুখে তার না রহে আর, নাহি যায় দেখা।
পুণ্য-নীরে ধুয়ে নয়ন কি শোভাই ধরে ;
নূতন সৃষ্টি, নূতন দৃষ্টি খুলে অন্তরে।
কয় রমণী,—'লও ভগিনি ! পর এই বসন ;
মো সবাকার এই উপহার, প্রেমের নিদর্শন।

পুণ্য-বসন পরলো ছায়া; মরি রে মরি!
রূপ চমৎকার খুলিল তার সেই বসন পরি!
পুণ্য-জ্যোতি উছলিয়া পড়ছে সে বাসে;
এমনি প্রভাব সব মলিন ভাব নিমেষে নাশে।
দেখে সেরূপ তার অপরূপ নয়ন মন ভুলে;
করে ধরি তায় সুন্দরী তুলিল কূলে।
অমনি তীরে সবাই করে আনন্দ-ধ্বনি;
ঘিরে ছায়ায় হরষে গায় পুরুষ রমণী।
স্নান করায়ে, বসন দিয়ে, অপর আট জনে
তুলছে তীরে "পবিত্রতা" প্রসন্ন মনে!
দ্বিতীয়ার নাম "সরলতা"; তাহার মুখখানি
প্রেমে ঢল ঢল, নয়ন উজ্জ্বল; তথায় না জানি
কি স্বচ্ছতা কি স্নিগ্ধতা রেখেছে ঢালি!
প্রাণটী তাহার মুখের উপর, নাই চতুরালি।
শিশুর সমান শাদা তার প্রাণ, কুপথ না চেনে;
দিলে হৃদয় দেয় সমুদয়, সঁপে কায় মনে।
ছায়ায় ধরে প্রেমের ভরে সে জন জিজ্ঞাসে;—
"বল আমায় আজি হেথায় এলে কি আশে?

খুলে হৃদয় দেখ এসময়, হৃদয় মন প্রাণে
চাও কি দিতে জন্মের মত পুরুষ-রতনে ?
যাঁহার তরে এই নগরে আজি পৌঁছিলে,
যাঁর কারণে পথের কষ্ট কতই সহিলে,
নিতান্ত কি সেই ধনে চাও ? প্রেমে বিকায়ে
দিবে কি এই জীবন যৌবন তাঁরে বিলায়ে ?
করেছ কি এই প্রতিজ্ঞা ? দেখ লো স্মরি,
ডুববে কি সেই প্রেমের নীরে নিজে পাশরি ?
ঘুচায়ে সব ভবের আশা জনমের মতন,
সাঁতার ভুলে সে প্রেম জলে হবে কি মগন ?
তা যদি হয়, আর দেরী নয়, ডুবাও ঐ তরি,
ধরা হতে এই ধামেতে এলে যা করি।
ভেঙ্গে দাও ওই ধরার সেতু, ডুবাও এই জলে ;
ধরার আশা, ধরার ভরসা, যাক্ তোমার চলে।
শেষ যদি হয় ধরায় যেতে, সেজন লইবে ;
তাঁর আদেশে চলবে শেষে, উপায় সে দিবে।
তুমি কিন্তু আশা ভরসা এস ঘুচায়ে ;
যাও তুমি যাও, সাধের তরি দেওলো ডুবায়ে।

ওই ছায়া যায়, তরি ডুবায় মিলে সকলে ;
ফিরবার আশা ওই হলো শেষ, গেল অতলে।
অমনি দেখ সেই আলোকে বাজিল ধ্বনি ;
ঘিরে ছায়ায় হরষে গায় পুরুষ রমণী।
তৃতীয়ার নাম হয় "দীনতা" ; তাহার বদনে,
সেকি শান্তি, সেকি কান্তি ! দুটী নয়নে
কি একটা ভাব যেন মাখা কি নরম নরম !
নিজে যেন সে জন জানে সকলের অধম।
মন যেন তার সদা লুটায় সবার চরণে ;
মন্দ গতি, সুশীল অতি ; ছায়ায় সে ভণে ;—
'পশরে যদি এই নগরে শুন সুন্দরি !
হও দীনের দীন, সকলের হীন, অনুনয় করি।
এই লও তৃণ কর দাঁতে, চল, তিন দ্বারে
নূতন দীক্ষা নূতন শিক্ষা দিব তোমারে।
কথাটী নাই তখনি তাই, সোণার চাঁদ মেয়ে,
দাঁতে তৃণ করে দাঁড়ায় দীনের দীন হয়ে।
"বিনয়" "শ্রদ্ধার" আনন্দের নীর নয়নে ঝরে ;
"কামনার" প্রাণ হয় যে কেমন ভাঙ্গিতে নারে।

তায় "দীনতা" লয়ে গেল প্রথম সেই দ্বারে,
দীন দরিদ্র ভিক্ষু যথা প্রবেশে পুরে ;
তাদের সবার পায়ের ধুলা যেথায় পড়িয়ে,
দিবানিশি রাশি রাশি আছে জমিয়ে,
লয়ে তথায় দীনতা কয়,—বস ভগিনি !
এই ধুলি লও মাথায় তুলি ধনীর নন্দিনি !
জানু পাতি বসলো ছায়া, ধুলি তুলিয়ে
দিল শিরে, নেত্র-নীরে যায় সে ভাসিয়ে।
শিরেতে হাত দিয়ে সে কয় ;—"ধনের বাসনা
যা চলে যা জন্মের মত ; কর প্রার্থনা
দীন দরিদ্রের সেবায় কাটুক তোমার এ জীবন ;
দীন হীনের পদে হেথায় করলো বন্দন।
তুলে তারে আর এক দ্বারে পুন লয়ে যায় ;
রোগে শীর্ণ জরা-জীর্ণ প্রবেশে তথায়।
সেই দ্বারেতে জানু পাতি আবার বসিয়ে
যত রোগীর পদ-ধূলি লয় সে তুলিয়ে।
"দীনতা" হাত দিয়ে শিরে বলিছে—"অসার
যা চলে যা জন্মের মত রূপের অহঙ্কার !

রোগীর সেবায় যেন লো যায় তোমার এ জীবন ;
এই বাসনা, এই প্রার্থনা কর লো এখন।
ছায়ার নেত্রে বহে ধারা সে গম্ভীর ভাবে ;
সঙ্গী যারা দেখ তারা কাঁদিছে সবে।
শেষ লয়ে যায় আর এক দ্বারে, যথায় পাপীগণ
আর্ত্ত-স্বরে সেই নগরে পশে অনুক্ষণ।
কয় কামিনী,—'লও ভগিনি ! ওই ধূলি শিরে ;
ধর্ম্মাভিমান জন্মের মত ছাড়ুক তোমারে ;
পাপীর সেবায় দিন যেন যায়, কর প্রার্থনা ;
পাপীর পায়ে সবিনয়ে কর বন্দনা।

শেষ নিষ্কৃতি পায় যুবতী, প্রবেশে পুরে ;
চারিদিকে আনন্দ-রব উঠে অম্বরে !
জ্যোতির গঠন শত শত জন, পুরুষ রমণী
আগে পিছে আনন্দে গায় ; জাগে সেই ধ্বনি।
প্রাণ জুড়ালো, সেকি আলো জ্বলে আশমানে !
না যায় জানা কি বাজনা বাজে কোন খানে !
দেব-কুমারী সারি সারি পথের দুপাশে ;
দেখে ছায়ায় ওই হুলু দেয় মনের উল্লাসে।

আকাশ হতে পুষ্প-বৃষ্টি হয় ঘন ঘন ;
সেই উৎসবে পুরীর সবে মাতিল যেন।
"ধরা হতে বিয়ের কনে ওই যে আসিছে,"
এই ধ্বনি আজ চারিদিকে কেবল ভাসিছে
ক্রমে তারা পশিল এক জ্যোতির ভবনে ;
মহা-সভায় বসি তথায় সব সাধুগণে !
বন্দনার এক গভীর ধ্বনি জাগে নিয়ত ;
সাধু সাধ্বী চারদিকে তার বসেছেন কত !
ছায়ার আজকে মাথাটী হেঁট, পায়েতে নয়ন ;
পবিত্র সেই মুখখানি আজ কোন ভাবে মগন !
সেই তিন জনে ধরি তারে পশে যেই ঘরে,
অমনি উঠে দাঁড়ায় সবাই, অমনি গান ধরে।

বন্দনা।

জয় জয় বিভুহে, করুণা তবহে,
অগণন মহিমা তোমার ;
এক মুখে কি বলিব আর ?

জয় হে সুন্দর ! মহিমা-সাগর !
আজি কৃপা কি দেখি অপার !
জয় জয় করুণা-আধার !

বিষয়ের বন্ধনে, সুখের শয়নে
ছিল শুয়ে যে জন ধরায় ;
জাগাইলে কিরূপে তাহায় !
জয় হে সুন্দর ! মহিমা-সাগর !
প্রাণ মন সঁপে সে তোমায় ;
জয় জয় প্রভু কৃপা-ময় ?

ধন মান যৌবন, নানা প্রলোভন,
পথে ছিল অচল সমান ;
তবু তাতে বাঁধিল না প্রাণ।
জয় হে সুন্দর ! মহিমা-সাগর !
এ সকলি তোমারি বিধান !
জয় জয় করুণা-নিধান !

হৃদি তার কোমল প্রেমে বাঁধা ছিল,
কে খুলিল সে হেন বন্ধন ?
এ শকতি দিল কোন জন ?
জয় হে সুন্দর ! মহিমা-সাগর !
সে শকতি তোমারি রচন !
জয় জয় জগত-জীবন !

দেহ মন ঢালিয়ে প্রেমে বিকাইয়ে
আজি সে যে নিজে করে দান;
সঁপিতেছে দেখ মন প্রাণ !
জয় হে সুন্দর ! মহিমা-সাগর !
লও লও করুণা-নিধান !
জয় জয় করুণা-নিধান !

আজি যেন তটিনী সাগর-গামিনী,
প্রেমে প্রেমে সুমধুর লয় ;
দুটী তনু আজ এক হয়।

জয় হে সুন্দর ! মহিমা-সাগর !
কি দেখালে আজি পরিণয় !
জয় জয় জয় প্রেমময় !

হতেছে গান উঠলো জ্বলে সে এক কি আলো ;
সেই আলোতে সোণার ছায়া কোথায় লুকালো।
সঙ্গে যারা ছিল তারা ডুবলো আলোকে ;
ফাটায়ে ঘর জাগে সুস্বর, গায় সকল লোকে।
আশমানে দেব-কন্যাগণে হুলু দিতেছে ;
করে টলমল আনন্দ-ধাম সবাই মেতেছে।
ক্রমে জ্যোতি নরম হলো ; ছায়া সুন্দরী
সবার মাঝে দাঁড়য়ে দেখ ঘর আলো করি !
পশেছে এক নূতন জ্যোতি তাহার শরীরে ;
ফুটে ফুটে দেখ ছুটে যেন বাহিরে।
ডুবেছেন সেই পুরুষ-রতন তাহার হৃদয়ে ;
দুটী প্রেমে, দুটী ইচ্ছায় গেছে এক হয়ে।
উভে পশে আছে মিশে পুরুষ প্রকৃতি ;
সতীর ভিতর পতি দেখ পতিতেই সতী।

বিচিত্র ভাব সেকি প্রভাব ! না হয় বর্ণনা;
দুয়ে একজন, একেই দুজন, একি কারখানা।
হাত দুখানি বুকে বাঁধা, সুন্দর কপোলে
দর দর তার প্রেমের ধারা ওই দেখ গলে।
মুখ দিয়ে তার প্রেমের জ্যোতি বাহির হয় ফেটে
দেখে সে মুখ উথলে সুখ, মোহ যায় কেটে।
আবার দেখ পাশে তাহার সখী কয় জনা,
তিন পুরুষের বাহু-পাশে বাঁধা তিন জনা।
"বিবেকের" প্রেম আলিঙ্গনে "সাধনা" সতী;
নবালোকে নূতন জীবন পেল যুবতী।
"কামনা" ও "সংযম" বীরে সে যুগল মিলন;
বজ্রের সনে ফুলের সে এক বিচিত্র ঘটন !
"বৈরাগ্য" আর "শোচনাতে" দেখ পরিণয়;
দুটীর ভাবে দুটীর মিলন, কি শোভাই সে হয়।
ঘন ঘন পুষ্পবৃষ্টি চারিদিক হতে;
পড়ছে ধারা নিরাধারা ছায়ার মাথাতে।
দেখ তারে ফেলেন ঘিরে সকল সাধুগণ;
সতী কুলে সে যুগলে করিছেন বরণ।

দেখ তথা ঈশা, মূষা, চৈতন্য, কবীর,
ঋষি, মুনি, পীর, প্যাগম্বর, শাক্য মহাবীর,
সীতা সতী, দময়ন্তী, সাবিত্রী সুন্দরী,
দেশ বিদেশের সাধ্বী কত, কতই বা নাম করি,
সবাই ছায়ায়, ওই যৌতুক দেয়, কেহবা দেন প্রেম;
কেহ বা জ্ঞান, কেউ বা সেবা, কেহ মৈত্রী, ক্ষেম ;
সতী কুলে সেই কপোলে চুম্বে ঘনে ঘন ,
প্রেম-সম্ভোগে মগ্ন ছায়া ঝরিছে নয়ন।

ফুরালো তো ছায়ার বিয়ে এখন কি করি ?
চল সজ্জন একবার এখন ধরায় উতরি !
ছায়ার প্রভু ছায়ায় লয়ে চলেছেন ধরায়;
চলেছে সে জীবন দিতে মানবের সেবায় !
যারা ছিল তার প্রতিকূল, সহায় তার এখন ;
তার গতি আর নাহি রোধে কোথাও কোন জন।
সেই যে ছজন তায় ছলনা আগে করিল ;
তারা এবার পাল্কী তাহার কাঁধে ধরিল।
সখী সাথে ফের ধরাতে চলিল মেয়ে ;
যেথায় যায় এক নব শক্তি উঠে জাগিয়ে।

পুন গেল বিষয়-বনে, বৃদ্ধ সেই বিষয়
পেয়ে তারে সুখের নীরে আবার মগ্ন হয়।
মেয়ের প্রেমে নব শক্তি জাগিল প্রাণে ;
বাপ ঝিয়েতে নর-সেবায় সঁপে কায় মনে।
নূতন জন্ম, নূতন সৃষ্টি, সব নূতন হলো ;
করিয়ে রোল, দেও হরিবোল, কথা ফুরালো।

সম্পূর্ণ।
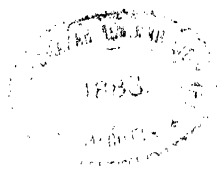
অশুদ্ধ-শোধন।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭	১৩	বিষর	বিষয়
৬১	২	প্রণী	প্রাণী
৯৮	১৭	ছায়া	মায়া
১১৫	১৬	শিথিল	শিথিল
১১৯	১৫	সবায়	সরায়
১৪১	৭	দেখ	দেখে
১৪২	৯	চাড়িবে	ছাড়িবে
ঐ	১২	তার	তাঁর